Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-II, October 2018, Page No. 01-16
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পূর্বভাগীরথী অঞ্চলের সাঁওতাল জনজাতির কথ্যভাষায় ঔপভাষিক মিশ্রণের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : একটি আলোচনা

স্বদেশ রঞ্জন চৌধুরী
কলকাতা, ভারত

পশ্চিম বাঙলায় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া জেলায় এবং উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যায় এক বিরাট অংশই আদিবাসী। এরা সুদীর্ঘকাল ধরেই স্থানীয় বাসিন্দা। বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর মতই এদেরও নিজস্ব উপভাষা এবং তার উচ্চারণ- বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কয়েক হাজার বঝর ইন্দোইরানীয় ভাষার বিবর্তন সম্ভূত সংস্কৃত-জাত বাঙলা ভাষার প্রভাবে থেকেও এদের গোষ্ঠীভাষা তার স্বাতন্ত্র্য হারায় নি। বরঞ্চ বর্তমানে এই স্বতন্ত্র্য আরও বেশি প্রকট হ'তে চাইছে নানান্ ধ্বনির মধ্য দিয়ে। এই আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্য দিয়ে। এই আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্য সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাঁও, পাহাড়িয়াগনই এ রাজ্যে প্রধান। এরা শুধু রাজ্যের কোন নির্দিষ্ট এলাকারই যে বাসিন্দা তা নয়। কাজের প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই এদের দেখা পাওয়া যায়। কোথাও এরা স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পাকাপাকি উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। কোথাও পরিয়ায়ী চরিত্রের। কাজের বিশেষ মরশুমে অস্থায়ী বাসিন্দা। ফলে দেখা যায় যে, এদের কথাবার্তায়, শব্দ প্রয়োগে নির্দিষ্ট এলাকার ঔপভাষিক প্রভাব সুস্পষ্ট না হলেও অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে অনূধারন করা যায়।

পূর্ব ভাগীরথী অঞ্চলের মূর্শিদাবাদ, নদীয়া, ইত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়ও এইসব উপজাতি গোষ্ঠীর দেখা পাওয়া যায়। এই উপজাতি অধ্যুষিত জনজাতির ভষিক প্রবণতা; বয়স, প্রজন্ম, শিক্ষা, পেশার ইত্যাদির দিক থেকে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে; বিভিন্ন বয়ঃক্রমিক নিরক্ষর এবং সাক্ষর বাচক গোষ্ঠীদের উচ্চারিত শব্দগুলিতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার ধ্বনিতাত্তবিক কারণ সমূহ দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে। উচ্চারিত শব্দগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণে অন্য একটি আকর্ষনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। আমরা দেখতে পাই যে সাক্ষর-নিরক্ষর, অচল বা সচল যে কোন শ্রেণিভূক্ত হোন না কেন। বেশি বয়সের বাচক গোষ্ঠীরা সামাজিক রীতিনীতির মতই উচ্চারণের ক্ষেত্রেও অতীতকে আকড়ে রাখতে চাইছেন। অল্পবয়স্ক যারা তারও শ্রেণি নির্বিশেষে উচ্চারণের ক্ষেত্রে মোটামুটি মধ্যপন্থী। অর্থাৎ তারা প্রাচীন অভ্যাস কিছুটা বজায় রাখলেও রাঢ়ী প্রভাবে উচ্চারণের নতুন রূপকে মেনে নিতে ততটা অসম্মত নন। আর চল্লিশের নিম্ন বয়স্করা অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নতুন যারা তারা অনেক সহজেই প্রাচীন অভ্যাস বর্জন করে রাঢ়ী শব্দের নতুন রূপকে স্বছন্দে মেনে নিতে রাজী। অর্থাৎ অবাঙলাভাষী বাচক গোষ্ঠীদের উচ্চারিত শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিবর্তনটি বয়ঃক্রমিক হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এই বিবর্তন স্পষ্টভাবে দেখতে গেলে বয়ঃক্রমিক নিরক্ষর, সাক্ষর, অচল ও সচল দিক থেকে বিচার করলেই আমরা প্রকৃত সত্যের সম্মুক্ষীন হতে পারব। ভাষিক প্রবণতার পার্থক্য নিরূপনে বাচক গোষ্ঠীর কথ্যভাষার সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। যাঁরা এলাকার বাইরে যাতায়াত করেন তাঁদের সচল বলে উল্লেখ করা হল। প্রতি ক্ষেত্রেই বয়স অনুযায়ী অবাংলাভাষী বাচক গোষ্ঠীদের বারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক ষাটের ঊর্ধ্বে নিরক্ষর অচল- 'অ', দুই- ষাটের ঊর্ধ্বে নিরক্ষর সচল- 'স', তিন ষাটের ঊর্ধ্বে সাক্ষর অচল- 'অ', চার ষাটের ঊর্ধ্বে সাক্ষর সচল- 'স', পাঁচ চল্লিশের ঊর্ধ্বে নিরক্ষর অচল- 'অ',

ছয়- চল্লিশের ঊর্ধ্বে নিরক্ষর সচল- 'স', সাত চল্লিশের ঊর্ধ্বে সাক্ষর অচল 'অ', আট চল্লিশের ঊর্ধ্বে সাক্ষর সচল 'স', নয় চল্লিশের অনূধর্ব নিরক্ষর অচল 'অ', দশ- চল্লিশের অনূধর্ব নিরক্ষর সচল 'স', এগার-চল্লিশের অনূধর্ব সাক্ষর অচল 'অ', বার- চল্লিশের অনূধর্ব সচল- 'স'।

প্রথম শ্রেণির ক্ষেত্রে অর্থাৎ অ^{১}, স^{১}, অ^{২}, স^{২}, অ^{৩}, স^{৩}, অ^{৪}, স^{৪} বাচক গোষ্ঠীর উচ্চারণ মোটামুটি একই ধরণের থেকে গেছে। কিন্তু চল্লিশ অনূধর্ব শেষ চারটি শ্রেনি অ^{৫}, স^{৫}, অ^{৬} স^{৬}-এর বাচক গোষ্ঠীরা বাস্তব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আকস্মিকভাবে রাঢ়ী উচ্চারণকেই নিজস্ব উচ্চারণ রূপে প্রকাশ করেছে। তাই প্রথম আটটি শ্রেণির ক্ষেত্রে একই উচ্চারণকে আটবার উল্লেখ না করে এক বার মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী চারটি শ্রেণির ক্ষেত্রে তাঁরা কি ভাবে রাঢ়ী উচ্চারণকে অনুসরন করেছে সেটাই দেখানো হয়েছে। অ^{১}, স^{১}, অ^{২}, স^{২}, অ^{৩}, স^{৩}, অ^{৪} এবং স৪ বাচক গোষ্ঠীর মৌখিক আঞ্চলিক উচ্চারণের ভিত্তিতে বিভিন্ন পদের নমুনা দেখানো হয়েছে।

অ^{১} এবং স^{১} বাচক গোষ্ঠীর ব্যাবহৃত শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন খুবই সামান্য। যে ধ্বনি পরিবর্তন দেখাচ্ছি তা শুধু অ^{১} এবং স^{১} ভেদের জন্য। 'এমান'-তে অ^{১} শ্বাসঘাত দিচ্ছে 'ম'-এ, কিন্তু স^{১}-এ কোনো শ্বাসাঘাত নেই। আবার 'এমলে, এমগা, এমাঞমে, এমঅমে, কএম্, এমকআ, এমতানা, এম্হালা, এম্ঠেন, তেকেম, এনাম,' শব্দগুলির উচ্চারণ অপরিবর্তিত আছে।

অ^{১} সদস্যদের মুখের কথা 'অগুকেদাম, অপেদো, লাগাঅকানা, নতেবন, অনমান, অরাপরি, অরবারা, কাঅরা, গতম, জজম, গঅরা, অকতেম, তারঅআরে, ম্যারম,' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে আদি, মধ্য ও অন্ত্যে অ, য-ফলা, আ, ও, উ-যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী শব্দাদা কণ্ঠ্য অ-স্বরধ্বনি কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনি হয়ে স^{১}-এর বুলি হচ্ছে 'ওগুকেদাম, ওপেদো, লাগাওকানা, নোতোবোন, ওন্মানো, ওরাপারি, ওরবারা, কাওরা, গতোম, জজমো, গওরা, ওক্তেমো, তারোওআরে, ম্যারোম' যানাকি রাঢ়ীয় প্রভাবকে চিহ্নিত করছে। আবার অ^{১}- সদস্যদের 'ওড়াবে, ওড়চালা, কোম্কানা, লাগাওআকানা, ফারাকো, চালাও, তিরিও, আর্জাও অ্যাড়াও, কিচিওও, ঘ্যাওরা, গারজাও' শব্দগুচ্ছে পদাদি, পদমধ্যস্থ ও পদান্ত্যে ও-স্বরধ্বনি সরে গিয়ে কণ্ঠ্য অ-শ্বরধ্বনিকে জায়গা করে দিয়ে স^{১}-এ বোলছে 'অড়ারে, অড়চালা, কমকানা, লাগাঅআকানা, ফারাক, চালাঅ, তিরিঅ, আরজাঅ, অ্যাড়্যাঅ, কিচুঅঔ'। অ^{১}-বাচকগোষ্ঠীর 'ওনা, ওনাতেসে, আইও, ওকাদিন, ওকাতেম, জোমকানা, আমওকোঅ, চাওলে, ওকো, খলাও, গাবাও' প্রভৃতি শব্দাবলীতে আদি, মধ্য ও অন্ত্যে কণ্ঠৌষ্ঠ ও স্বরধ্বনিকে স্থানচ্যুত করে ওষ্ঠ্য উ- স্বরধ্বনি এসে জায়গা করে নিয়ে স^{১}- এ হয়ে উঠছে 'উনা, উনাতেসে, আইউ, উকাদিন, উকাতেম, জুমকানা, আম্উকোঅ, চাউলে, উকো, খলাউ, গাবাউ'। অ^{১}-সদস্যদের; উনকিন, উনিত্র, মুদাম, বুলকানা, লুগড়ি, আউরি, ইউরুঃক, উনকুদো, লিমাউ, উনঘারি, গউইচ্, উসুল, লুমাউ' শব্দেতে শব্দাদ্যে, শব্দমধ্যে ও পদান্ত্যে ওষ্ঠ্য উ-স্বরধ্বনি কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও স্বরধ্বনিকে স্থান করে দিচ্ছে স^{১}-এ 'ওনকিন, ওনিত্র, মোদাম্, বোলকানা, লোগড়ি, আওরি, ইতওরুঃকষ ওতোম, ওনকোদো, লোমাও, ওনঘারি, গাওইচ্, ওসোল্, লোমাউ'। অ^{১}-সদস্যদের মুখে 'দুকানাইং বাংকামি, সেংগেল, বাংঝছাদওড়া, এংতেহেং, গোংহা, আডিইং, গংকে, মাঅআং, আকাইদাং, অরসং, গারাংদাঃ, গ্যারাং'- শব্দাগুলিতে অঘোষোমহাপ্রান অনুনীসিক আযোগবাহং- ব্যাঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে মহাপ্রানতা হারিয়ে ঘোষ ওষ্ঠ্য নাসিক্য ম-ব্যঞ্জনে স^{১} বোলতে সুনছি 'দুকানাইম, বামকানি, সেমগেল, বামছাদওড়া, গোমহা, আডিইম, গমকে, মাঅআম, আকাইদাম, অরসম, গারামদাঃ, গ্যারাম্'। অ^{১}-এর 'ইংআঃ, মিতটাংগ, তেঁহেংদা, অটাং, আতাং, উঠুলাঃজাং, ছয়লাং, গাংনাই, খারাও, কুমৌং- শব্দেতে অঘোষ মহাপ্রান অনুনাসিক অযোগবাহং ব্যঞ্জনধ্বনি স্বাভাবিকভাবেই নাসিকা ন-ব্যঞ্জনে বোলতে সুনছি স^{১}-এ 'ইন্আঃ, মিতটান্, তেঁহেন্দ, অটান, আতান, উঠলাঃজান, ছঅলান্, গাননৌই, খারান্, কমৌন'। অ^{১}-এর 'লেনডেং, বিৎকিল, ভিতরিত্র, লাবিইং, অকাস্যাৎ, কিচ্রি জাপিৎ, ক্যালহাৎ, এ্যসাত, ওকোৎ'-প্রভৃতি শব্দেতে পদমধ্য ও পদান্তে মহাপ্রান-ৎ-ব্যঞ্জনধ্বনির শ্বাসাঘাত হেতু ক্রমশ লুপ্ত হয়ে মহাপ্রানতা হারিয়ে অঘোষ দন্ত্য-স্পর্শত-ব্যঞ্জনধ্বনি হয়ে উঠেছে স^{১}-এর মুখে 'লেনডেত, বিতকিল্, ভিতরিত্র, লাবিইত্, অকাস্যাত,

কিচ্‌রিত্‌, জপিত, ক্যালহাত, এ্‌যসাত, ওকোত্‌'। অ^{১} বাচকগোষ্ঠীর মুখের বুলি- 'সাসাংআঃ, উনজোঘাংগে, আঃরাপ, মেনাঃআঃ, পেরাঃওরাঃ, দাকাঃ, অনাটাঃ, অলঃপাড়ুহাও, আরাঃ, এ্‌যটাগাঃ, ক্যাচাঃ' শব্দগুচ্ছে বিসর্গ (:) অঘোষ ধ্বনি হয়ে স^{১}-এর বুলি হয়ে উঠেছে- 'সাসাংআ, উনযোখাগে, আরাপ, মেনাআ, পেরাওরা দাকা, অনাটা, অলপাড়হাও, আরা, এ্‌যাটাগো, ক্যাচা'। অ^{১}-সদস্যদের মুখের কথায়- 'কিচ্‌রিঘেট, দাতরোম, হডেচালাআই, লেগাঅমেসে, ওলমে, কূঁরিহোপন, অঁজরা, আঁডরাও, আঁদ্‌মাদাও, জাঁওআঅ' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ অনুনাসিক ঁ-ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেয়ে যাছে স^{১}-এর কথায়- 'কিচরিঘেট, দাতরোম, হডেচালাআই, লেগাঅমেসে, ওলমে, কুরিহাপন, অজরা, আডরাও, আদমাদাও, জাওআঅ'। অ^{১}-সদস্যদের মুখে 'ফোঙকাহার, জাঙগাতে, গালাঙ, জাঙ, কিরঙকটভ, চামাঙ' শব্দগুচ্ছে পুরক ঙ-ব্যঞ্জনধ্বনি বিনাসিক্যীভবন প্রক্রিয়ায় নাসিকা ঙ-ব্যঞ্জন লোপ পেয়ে স^{১}- ন-ব্যঞ্জনধ্বনিরই অবস্থা ভেদমাত্র বুলি হল গিয়ে- 'ফোনকাহার, আনাগাতে, গালান, জান, কিরনকটভ, চ্যামান'। অ^{১}-বাচকগোষ্ঠীর 'টানডিতেঙ, তেহেঙ, আকাদিঙ, সেপেঙ, মিদুঙ, খনচঙ, তেলাঙ, আতাঙ, সাঙগিঞরে, তিঙগুনপে, সিঙগে, তেঙগোন, বিনলাঙগাতে' শব্দাবলীতে কণ্ঠ্যনাসিক্য ঙ-ব্যঞ্জনধ্বনি সঘোষ ওষ্ঠ্য অনুনাসিক ম-ব্যঞ্জনে পরিণত হয়ে স^{১}-এর কথিত বুলি হচ্ছে- 'টানজিতম্‌ তেহেম, আকাদিম্‌, সেলেম্‌, মিদুম, খনচম, তেলাম, আতাম, সাম্‌গিঞরে, তিম্‌গুনপে, সিম্‌গে, তেম্‌গোন, বিনলামগাতে'। অ^{১}-সদস্যের কথায়- 'আপুঞ, গরমআপুঞ, চাদোবোঞ, বিনাঞরে, তেঁহেঞদ, এবেলিঞ, সেরেভঞ, আকরিঞ, আলিঞ, জেলেঞ, জমঞু' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ নাসিক্য মহাপ্রান ঞ-ব্যঞ্জনধ্বনির মহাপ্রানতা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আনুনাসিক ম-ব্যঞ্জনধ্বনিতে আর স^{১}-এর বুলি হয়ে উঠেছে- 'আপুম্‌, হরম্‌আপুম, চাদোবোম্‌ বিনাম্‌রে, তেঁহেমদ, এবেলিম, সেরেভম্‌ আকারিম্‌ আলিম্‌ জেলেম্‌, জমমু'। অ^{১}-বাচকগোষ্ঠীর মুখে- 'ইঞা, বেঞজা, গনঞতে, সাঞগিঞরে, তেহেঞসি, অহকেআঞ, আজিঞ, চ্যাপ্যাঞ, বিতিবিঞ, ইঞিচ্‌, উঞ, কঞকঞ' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে তালব্য নাসিক্য ঞ-ব্যঞ্জনধ্বনি নাসিক্য দন্ত্য ন-ব্যঞ্জনে স^{১}-এর বুলি হচ্ছে গিয়ে- 'ইনা, বেনজা, গন্‌নতে, সান্‌গিন্‌রে, তেহেনসি, অহকেআন্‌, আজিন, চ্যাপ্যান, বিতিবিন, ইনচ্‌, উন, কনকন'। অ^{১}-এর 'জনড়াঃ, বানদেন, নিম্‌মানডি, এনডেখান্‌, মেনখান, কিসানবনা, চিপিন হৌও, ঘান্‌টি, সাহান, পানখা, পানাহি' কথিত শব্দগুচ্ছে নাসিক্যধ্বনি উঠে গিয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করছে স^{১}-এ 'জঁড়া, বাঁদেন, নিমমাঁড়ি, এঁডেখান, মেন্‌খাঁ, কিসাঁবনা, চিপিঁ, হৌও, ঘাঁটি, সাঁহা, পাঁখা, পাঁহি'। অ^{১}-বাচকগোষ্ঠীর মুখে জোরককনা, তুতুরওকারে, মাহেদেরার, সুসুরবান, কসকস, কিকির, চাকারচোকর, চিকিচ, ছিতিরবিতির, জরুলজুরুল, গুরগু' শব্দগুলির সমধ্বনির একটি লোপ পেয়ে বিষমীভূত হচ্ছে স^{১}-এ 'জোরচ্‌কানা, তুদুরওকারে, মাহেদেতার, সুলুরবান, কসমস, কিচির, চাকারকোকর, কিগিচ্‌, ছিতিরবিদির, জুরুনজুরুল, কুরগু'। অ^{১}-এর মুখের কথায়- 'হোরওআ, হেজাকানা, আজার, হোরম, কোরাহোপেন, হানহার, মালহান, হাতহি, হোহো, অহচ, এহ্যার' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে শ্বাসাঘাতহেতু কণ্ঠ্যনালীয় উষ্ণঘোষবৎ হ-ব্যঞ্জনধ্বনি পদাদি, পদমধ্যে ও পদান্তে দুর্বল আর লুপ্ত প্রায় সেকারন স^{১}-এ বোলতে শুনি- 'ওরওআ, এজাকানা, আজারওরস, কোরাওপেন, আন্‌আর, মালআন, আতই, ওও, অঅচ্‌ এআর'। অ^{১}-এর কথায় 'আনডে, আকাদা, পৌরাআ, আমাবেন, আকাওনা, আটুপাটু, আডি, আটকর, অজনীর' প্রভৃতি শব্দেতে প্রায়ই কণ্ঠ্যনালিয় স্পর্শ অ-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্যনালিয় উষ্ম ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রাণ হ-কার ধ্বনির স্থান করে দিয়ে স^{১}-এ বোলছে 'হানডে, হাকাদা, পৌরোহা, হামাবেন, হাকাওনা, হাটুপাটু, হাডি, হাটকর, হাজনার' অ^{১}-বাচকগোষ্ঠীর মুখের- 'চেতানের, নোআরিআ, নানহা, লেনা, জন্‌ড়া, জানুম্‌' শব্দগুচ্ছগুলিতে 'ল' ও 'ন'-এর ক্বচিৎ বিপর্যয় শুনতে পাই স^{১}-ও হয়ে যায় 'চেতালরে, লোআরিআ, নালহা, লেলা, জল্‌ড়া, জালুম'। অ^{১}-এর মুখের ভষায় 'লালটেন, আলগাওআ, উরমাল, লানদা, দালআ, লানদাইদা, এসাল, কুলহু, গুজালি' ইত্যাদি শব্দেতে অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ দন্ত্য অন্তঃস্থ ল-ব্যঞ্জনধ্বনি, নাসিক্য মহাপ্রাণ ন-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স^{১}-এ বোলতে চাইছে- 'লানটেন্‌, আনগাওআ, উর্‌মান্‌, নানদা, দানআ, নানদাইদা, এসান, কুনহু, গুজানি'। অ^{১}-এর 'ককঅ, ককর, আকদা, আকরা, পারকম, আবোআক্‌, হোবকো, তিনাক, রুআক' ইত্যাদি শব্দে জিহ্বামূলীয় অল্পপ্রাণ অঘোষ ক-ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দাদো, পদমধ্যে ও পদান্তে ঘোষীভবন হয়ে ঠেলে দিয়ে দিচ্ছে অল্পপ্রাণ ঘোষ গ-

ব্যঞ্জনধ্বনি তাতে স১-বোলছে 'কগঅ, গকর, আগদা, আগরা, পারগম, আবোআগ্, হোবগো, তিনাগ্, রুআগ্'। অ১-সদস্যের মুখে- 'রাপাগ, গোদাআই, গুরিংগ-গিডি, গালমারাও, হাসগিডি, এগেরা, গাতেকমে, গোবোরাকোম, বোগে' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে সঘোষ কণ্ঠ্য অল্পপ্রাণ গ-স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষ কণ্ঠ্য অল্পপ্রাণ ক-স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স১-এ উচ্চারিত হচ্ছে 'রাপাক্, কোদাআই কুরিংকিডি, কালমারাও, হাসকিডি, একেরা, কাতেকমে, কোবারাকোম বোকে'। অ১-এর মুখে 'লসৎ, মেএত্, ঝত্, জোতে, তিনকাতে, চেতানরে, আত্রে, এ্যাত্কা, কাঁত' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে পদাদি, পদমধ্য ও পদান্তে ঘোষিভবন প্রক্রিয়ায় ত-ব্যঞ্জনধ্বনির দ-ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে স১-এ বোলছে- 'লসদ্, মোএদ্, ঝদ, জোদে, দিনকাতে, চেদান্রে, আদরে, এ্যাদকা, কাঁদ'। অ১-এর- 'দিসম্, দারেআ, দাউলে, গিদরাজপিট্, আকাদাঅ্, উদ্মৌ, এ্যাদাল, কাদ্রাও, কুঁদ্রি' শব্দগুচ্ছে পদাদি ও পদমধ্যস্থিত অল্পপ্রাণ দন্ত্য দ-ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষবৎ হয়ে অল্পপ্রাণ অঘোষ ত-ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয়ে স১-বোলছে- "তিসম, তারেআ, তাউলে, গিতরাজপিট্, আকাতাঅ্, লেতাঅ্, উত্মৌ, এ্যাতাল, কাতরাও, কুতরি'। অ১-সদস্যদের মুখের বুলি 'জৌপিট্, পোনগোটা, নোআট্, জৌপিটকানা, আনাট, আনটাও, কাট্কম, কালট, ছুটকি' শব্দগুচ্ছে অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট মূর্ধন্য ট-ব্যঞ্জনধ্বনি অল্পপ্রাণ অঘোষ দন্ত্য ত-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স১-এ বোলছে "জৌপিত্, পোনগোতা, নোআত্, জৌপিত্, কানা, আনাত্, আনতাও, কাত্ কম, কালত, ছুতকি'। অ১-দের মুখের ভাষায়- 'গিতিল্, পোত্ আম্, আডিউতার, তাঅ্মতে, আটেত তগর, গেতু, এ্যাতম, চাতম্'। প্রকৃতি শব্দগুচ্ছে অল্পপ্রাণ অঘোষ দন্ত্য স্পর্শ ত-ব্যঞ্জনধ্বনি, স্বতোমূর্ধন্যীভবনের ফলে অল্পপ্রাণ অঘোষ মূর্ধন্যীভবনের ফলে অল্পপ্রাণ মূর্ধন্য স্পর্শ ট-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স১-এ বোলছে- 'গিটিল্, পোট্আম্, আডিউটার, টাঅ্মতে, আটেত টগর, গেটু, এ্যাটম, চাটম্'। অ১-সদস্যের বুলিতে- 'গিড়িয়া, হানডি, কোড়া, কুডবুর, খ্যাঁলড, ছামড়া, ছডৌর, চুঁডুচ, চিডির'- প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে আদস্বরে শ্বাসাঘাতের কারণে ঘোষবৎ মূর্ধন্য ড-ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষীভবন প্রক্রিকায় অল্পপ্রাণ অঘোষ মূর্ধন্য ট-ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তন হচ্ছে স১-এ 'গিটিয়া, হানটি, কোটা, কুটবুর, খ্যাঁলট, ছামটা, ছটৌর, চুঁটচ, চিটির'। অ১-সদস্যের মুখের 'লোট্, আটেন্, লাটা, আটাল, কট্কট্, গুটিমারিচ্, ঘলটাও, ছাটকা, জুটিচ্' প্রভৃতি শব্দেতে অঘোষ মূর্ধন্য স্পর্শ ট-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স১-এর বুলি হল গিয়ে 'লোড্, আডেন্, লাডা, আডাল, কড্কড্, গুডিমারিচ্, ঘলডাও, ছাডকা, জুডিচ্'। অ১-এর বুলিতে- 'বাপ্লা, ঘেপ্রিয়া, আকাপ, আরূপ, এ্যাতহপ্, এ্যাপাম, গাতপ, ঘাপ্রা চুপুৎ' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে অল্পপ্রাণ ওষ্ঠাপ-ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষবৎ হয়ে অল্পপ্রাণ দন্তোষ্ঠ্য অনতঃস্থ ব-ব্যঞ্জন ধ্বনিতে এসে স১-এর বুলি হচ্ছে গিয়ে 'বাব্লা, ঘেব্রিয়া, আকাব, আরূব, এ্যাতহব্, এ্যাবাম, গাতব, ঘাব্রা চুবুৎ'। অ১-এর 'উব্, রাকাব্, আব্, জাঁব্ডোবিঞ, কবাঃ, চাবা, বকবকাও, রাবাং, ছেবেল, পাড়ুইদাব' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে পদমধ্যও অন্তো অল্পপ্রাণ দন্তোষ্ঠ্য অন্তঃস্থ ব-ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষীভূত হয়ে অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য প-ব্যঞ্জনধ্বনিতে উচ্চারিত হচ্ছে স১-এ 'উপ্, রাকাপ্, আপ্, জাঁপডোবিঞ, কপাঃ, চাপা, পকপকাও, রাপা, ছেপেল, পাড়ুইদাপ'। অ১-এর মুখে 'মারান, রেআ, রাংগা, রানডি, রাবোন, রচকার, আভারান, সাদমঘুরা, তারম, বাহারান' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে অর্ধব্যঞ্জনধ্বনিগুলির পারস্পরিক পরিবর্তন ঘটতে দেখেছি স১-এর মুখে 'মালান, লেআ, লাংগা, লানডি, লাবোন, লচ্কার, আভলান, সাদমঘুলা, তালম, বাহালান'। অ১ সদস্যদের বুলি- 'কোচাআরা, মোচা, বারিচ্, চালাআই, চালাআ, চেৎ, চির, বিচ্রিতে, বাচ্চোটাক, চড়বড়' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে পদাদি, পদমধ্যস্থ ও পদান্তে অঘোষ তালব্যস্পর্শ চ-ব্যঞ্জনধ্বনি অনেক সময় মৃদু শিসধ্বনি স-তে এসে স১-এর বুলি হয়ে গেল 'কোসাআরা, মোসা, বারিস্, সালাআই, সালাআ, সেৎ, সির, বিস্রিতে, বাস্সোটাক, সড়সড়'। অ১-বাচকগোষ্ঠীর মুখের কথা 'লছদ, ছামড়া, ছাঁট, ছিলকাউ, ছুচা, ছুলার, ছুটাউ, ছুনডি, ছেবেল্' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে অঘোষ জালব্য মহাপ্রাণ ঘৃষ্ট ছ-ব্যঞ্জনধ্বনির মহাপ্রাণতা হারিয়ে স১-এর মুখের বুলি হয়ে উঠছে 'লচদ, চামড়া, চাঁট, চিলকাউ, চুচা, চুলার, চুটাউ, চুনডি, চেবেল্'। অ১-সদস্যদের মুখের কথায় 'ইমাইমে, ইঞাকানা, তাসিইমে, গোহোইআই, ইঙ, তিনাক্, হিলী, হানাডি, ইতিচ্, ইতিল, ইদি, গিদি' প্রভৃতি শব্দেতে পদাদি, পদমধ্যস্থ ও পদান্তে তালব্য ই-স্বরধ্বনি কণ্ঠতালব্য এ-স্বরধ্বনিকে বসিয়ে স১-এর মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে 'এমাএমে, এঞাকানা, তাসিএমে, গোহোএআএ, এঙ, তেনাক্, হেলী, হানাডে, এতিচ্, এতিল, এদি,

গেদি'। অ^{১}-সদস্যদের মুখের ভাষায় 'এমোআম, এরাকি, এরেক্আ, এংলা, আপেদা, আবেন, হাতাওমে, লেনগে, এনঘান' শব্দতে শব্দাদ্যে, শব্দমধ্যে ও অন্তো কণ্ঠতালব্য এ-স্বরধ্বনি তালব্য ই-স্বরধ্বনিকে জায়গা করে দিয়ে স^{১}-এর মুখের ভাষা হচ্ছে- 'ইমোআম, ইরাকি, ইরেক্আ, ইংলা, আপিদা, আবিন, হাতাওই, লেনগি, ইনঘান' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ। অ^{১}-সদস্যের মুখের কথায় 'এরা, গোএনা, এডি, এআম, এওএর, এনখান, এড়াও, এগ্যার, এঙ্গাআপা, এরওএলকোড়া' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে কণ্ঠতালব্য এ-স্বরধনি এ্যা-স্বরধ্বনি হয়ে উঠেছে স্বাভাবিকভাবেই স^{১}-এর মুখে 'এ্যারা, গোএ্যানা, এ্যাডি, এ্যাআম, এ্যাওএ্যার, এ্যানখান, এ্যাড়াও, এ্যাগার, এ্যাঙ্গাআপা, এ্যারওএ্যালকোড়া'। অ^{১}-সদস্যদের কথায়-'পাসিএ্যারা, এ্যাম্যা, বার‍্যাঅ্, এ্যাবেন, এ্যামৈ, অট্যাচ্, অনত্যা, ইনত্যা, এ্যাকালত্যা, এ্যানাচ্, জট্যাৎ, এ্যান্যাল, ত্যাএঞাং, কত্যাম্যাট্যা, এ্যাড়্যাকাথা' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ বিবৃত এ্যা-স্বরধ্বনি সংবৃত কণ্ঠ্যতাল্ব্য এ-স্বরধ্বনি হয়ে গিয়ে স^{১} বাচকগোষ্ঠীর মুখে মুখে উচ্চারিত ধ্বনি হয়ে উঠেছে (পদাদি, পদমধ্য ও পদান্ত্যে) 'পাসিএরা, এমা, বারেঅ্, এবেন এমই, অটেচ্, অন্তে, ইনতে, একালতে, এনাচ্, জটেৎ, এঞেনেল, তেএঞাং, কতেমেট্যা, এডেকাথা'। অ^{১}-বাচকগোষ্ঠীর কথা 'আগুকেদা, আনডিরা, আমদে, আকানা, আমাবেন, আচ্কা, আলগাতে, হিসকা' প্রভৃতি শব্দতে পদমধ্যস্থিত দুটি ধ্বনির স্থান পরিবর্তন করে বিপর্যাস ঘটিয়ে স^{১}-এর মুখের ভাষা হল 'আগুদেকা, আন্রিডা, আদমে, আনাকা, আমানেব, আক্চা, আগলাতে, হিকসা'। অ^{১}-এর মুখের বুলিতে, 'আকা, আচুর্, আজ, আডো, আর্ঘাআ, কাপি, আপুম্, আসিচ্, কাটা' প্রভৃতি শব্দেতে পদাদি, পদমধ্যে ও পদান্ত্যে কণ্ঠ্য আ-স্বরধ্বনি কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনি হয়ে উঠছে স^{১}-এ 'ওকা, ওচুর্, ওজ, ওডো, ওর্ঘাআ, কোপি, ওপুম্, ওসিচ্, কোটা'। অ^{১}-এর 'হিজোককানা, কোকোরোরমা, অললাতাঅ্, কাক্ড়া, কিকঐও, কুক্লি, কেকরে ট্যাব্যাচ্, গ্যাচ্গুরিচ্' প্রভৃতি শব্দতে সন্নিকৃষ্ট সমযুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির একটি লোপ পেয়ে স^{১}-এ সমাক্ষর লোপ হচ্ছে 'হিজোকনা, কোওর্মা, ললাতাঅ্, কাড়া, কিঐও, কুলি, কেরে, ট্যাব্যা, গ্যাওরিচ্'। অ^{১}-সদস্যদের মুখে 'পাউসাবনস্, ইর্উলিকুরি, সইকোল, মেরারইচ্, নইম' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে অপিনিহিত ই-কার এবং উ-কার পূর্ববর্তী স্বরধনির সঙ্গে মিলিত হয়ে একপ্রকার অভ্যন্তর সন্ধি ঘটিয়ে স^{১}-এর অভিশ্রুতি হচ্ছে 'পুসানস্, ইরুলিকুরি, সিকোল, মেরারিচ্, নিম'। অ^{১}-বাচকগোষ্ঠীর মুখে- 'অরং, অরক, ইপন, তেহে, আকান, জইক, রমচ্, অলক, গদ্ক, ধরতি, গিতিল, গেদাক্, জিলারে, আতোগ, ইমান, সনুম, চোরর' ইত্যাদি শব্দাবলীতেতে রাড়ী উপভাষায় ঔপভাষিক প্রয়োগের চাঞ্চল্য শোনা যায় স^{১} বাচকগোষ্ঠীর কথিত বুলিতে 'অরোং, অরোক্, ইপোন, তেহেঞে, আকানা, জহোক্, রমোচ্, অলোক, গদোক্, ধোর্তি, গিতিলি, গিদাক্, জিলেরে, এতেগ, ইমেন, সোনুম, চোর্রি'।

এখন আমরা ষাটের ঊর্ধ্বে সাঁওতাল উপজাতি বাচকগোষ্ঠীর সাক্ষর-সম্প্রদায়ের নিয়ে ঔপভাষিক মিশ্রণের আংকিক হিসেবে নির্ণয়ে সমীক্ষায় এগোলাম। এখানেও আমরা অচল ও সচল ভেদে ভাগ করে নাম দিলাম 'অ^{২}' এবং 'স^{২}'। যাঁরা প্রয়োজনে বা পেশাগত কারণে নিজের এলাকা ছেড়ে সংগৃহীত শব্দের মধ্যে পূর্ব রাড়ীর তেমন ঔপভাষিক প্রভাব চোখে পড়ছে না। যে ধ্বনি পরিবর্তন দেখাচ্ছি তা শুধু 'অ^{২}' এবং 'স^{২}' ভেদের জন্য। অবশ্য তেমন পূর্বরাড়ীর প্রভাব উল্লেখযোগ্য না হলেও তবে লক্ষণীয়। স্বাক্ষরিত জনেরা সবসময় শুদ্ধ ভাষারূপ প্রয়োগের একটা বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। এঁদের ভাষিক প্রতিক্রিয়া মোটামুটি শুরু বলা যেতে পারে। আমরা সত্তর-পঁচাত্তর জন করে নিয়ে সমীক্ষায় এগোলাম। এখানে ক-বিভাগের স্বাক্ষর বাচকগোষ্ঠীর অচল ও সচলদের যথাক্রমে 'অ^{২}' এবং 'স^{২}' রূপে নির্দিষ্ট করলাম।

অ^{২}-বাচকগোষ্ঠীর মুখের বুলি- 'অরমে, গমকে, অলবেলে, আরগম, লাতারক্, তারাসিঞ, লাসের, আজাঅ, অঝা, অনা, গঅ্রা, অপর' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছের পদাদি, পদমধ্যস্থ ও অন্ত্যে কণ্ঠ্য-অ-স্বরধ্বনি কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনিতে এসে স^{২}-এর বুলি হচ্ছে- ওর্মে, গোম্কে, ওলবেলে, আর্গোম্, লাতার্কো তারাসিঞো, লাসেরো, লাজাও্, ওঝা, ওনা, গওরা, অপোর'। অ^{২}-সদস্যদের মুখের 'ওরাতিঞ, ওসার, ওড়াতে, ওকারে, ওলা, কোমকানা, ঘাওকানা, চালাওমে, ওপরোম,' শব্দগুচ্ছে শব্দাদ্যে, পদমধ্যে ও পদান্ত্যে কণ্ঠ্য অ-স্বরধ্বনি কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনিতে এসে স^{২}-এর বুলি হয়েছে 'অরাতিঞ, অসার, অড়াতে, অকারে, অলা, কমকানা, ঘাঅ্কানা, চালাঅ্মে অপরোম'। অ^{২}-এর

'উরু, উম্, গুরগু, বুরু, মুই, উনবে, পাউরা, আরু, উছৌউন, উঘে, উপুরুম' শব্দগুচ্ছে শব্দাদ্যে, পদমধ্যে ও অন্ত্যো কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্য অ-স্বরধ্বনিতে এসে স^{২}-এর উচ্চারিত ধ্বনি হল গিয়ে 'ওরো, ওম্, গোরগো, বোরো, মোই, ওনবে, পাওরা, আরো, ওছৌওন, ওঘে, ওপ্রুম'। অ^{২}-এর 'দিসোম, তোডো, লাতারো, হোলৎতে, গাসাও, ওজো, কাসো, কোমরো, ছাড়াও' প্রভৃতি শব্দাবলীতে কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনি ওষ্ঠ্য উ-স্বরধ্বনিতে এসে স^{২}-তে বোলছে 'দিসুম, তুডু, লাতারু, হুলৎতে, গাসাউ, উজু, কাসু, কুমরু, ছাড়াউ'। অ^{২}-এর 'এ্যানেচ, এ্যামাদা, এ্যামাই, এ্যাতম, এ্যারেকাথা, অনাত্যা, কট্যাচ, গ্যাম্যার' শব্দগুচ্ছে বিবৃত এ্যা-স্বরধ্বনি সংবৃত কণ্ঠতালব্য এ-স্বরধ্বনিকে স্থান করে দিচ্ছে স^{২}-তে 'এনেচ, এমাদা, এমাই, এতম, এরেকাথা, অনাতে, কটেচ্, গেমের'। অ^{২}-এর 'এস্কারো, এমোআ, এগেরা, রুএ, বেলে, দাড়ে, বেড়েল, কেদাইৎ, লাতাররে, চেতান্রে' শব্দগুচ্ছে এ-স্বরধ্বনি এ্যা-স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়ে কখনও কখনও স^{২}-এর বুলি হয়েছে 'এ্যাসকারো, এ্যামোআ, এ্যাগেরা, রুএ্যা, বেল্যা, দাড়্যা, বেড়্যাল, ক্যাদাইৎ, লাতাররা্যা, চেতান্র্যা'। অ^{২}-এর 'ইনদিন্গি, তিরিল, ইসিন, ইনাদা, আগুইআম্, গোড়ইআই' শব্দগুচ্ছ আদি, মধ্য ও অন্ত্যে তালব্য ই-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্য তালব্য এ-স্বরধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে স^{২}-তে বোলছে 'এনদিনগে, তেরিল্, এসিন, এনাদা, আগুএআম্, গোড়এআই'। অ^{২}-এর 'এআম, এমোআ, এমা, এদা, এংগি, হেড়হেৎ, বেজাঁঅল্লোঠ' শব্দেতে এ-স্বরধ্বনি ই-স্বরধ্বনিতে এসে স^{২}-তে বোলছে 'ইআম্, ইমোআ, ইমা, ইদা, ইংগি, হেড়হিৎ, বিজাঁঅল্লো'। অ^{২}-এর 'বেঁজাঅ, বেঁড়াঅ্ বাঁইররা, দাঁরাইএ, পেঁসে, ইঁদি, সেঁদরা, অঁবাঃ, আঁগির, আঁজম, আঁড়ার' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ অনুনাসিক ব্যঞ্জন স্বভাবিকভাবেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে স^{২}-এর মুখে 'বেজাঅ্, বেড়াঅ্, বাইররা, দারাইএ, পেসে, ইদি, সেদরা, অবাঃ, আগির, আজম, আড়ার'। অ^{২}-এর কথিত বুলি 'সাসাংআআআঃ, সাসারঃইঃ, কিচরিঃগেদাঃ, ওনাঃসেঃ, অনাটাঃ, আজাঃ, অচঃ, কঠাঅড়াঃ' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে বিসর্গ সঘোষঃ ধ্বনি লুপ্ত হয়ে স^{২}-এর কথা হ'ল গিয়ে 'সাসাংআআআ, সাসারই, কিচরিগেদা, ওনাসে, অনাটা, আজা, অচ, কঠাঅড়া'। অ^{২}-এর মুখে 'ইনদেই, লানদা, বানডোল, ওনডে, হানতে, মুনদাম' শব্দগুচ্ছে নাসিক্যধ্বনি উঠে গিয়ে পূর্ববর্তী, স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক করছে স^{২}-তে বোলছে 'ইঁদেই, লাঁদা, বাঁডোল, ওঁডে, হাঁতে, মুঁদাম'। অ^{২}-এর মুখে 'হোলাৎ, জোটেৎ, চেৎ, সাঁগাৎ, অকাস্যাৎ, আট্যাৎ, কুসুৎ, জিৎকৌর, জিরিৎ, আৎ' প্রভৃতি শব্দতে ৎ-ব্যঞ্জনধ্বনির মহাপ্রাণতা হারিয়ে স^{২}-তে বোলছে 'হোলাত্, জোটেত্, চেত্, সাঁগাত্, অকাস্যাত্, আট্যাত্, কুসুত্, জিত্, কৌর, জিরিত্, আত্'। অ^{২}-এর মুখে 'চাউল, চেলেকা, চেদা, আমচের, দিচ্, পদগচ্, মচা, চাপাৎ, চাগাৎ, চাট, চাতম্' শব্দগুচ্ছে তালব্য চ-ব্যঞ্জনধ্বনির দন্ত্য স-ব্যঞ্জনে চলে এসে স^{২}-এর মুখের কথা হচ্ছে 'সাউল, সেলেকা, সেদা, আমসের, দিস্, পদগস্, মসা, সাপাৎ, সাগাৎ, সাট, সাতম'। অ^{২}-বাচকগোষ্ঠীর 'ঠিলিখন, ইনঠাই, আঘান, পাঝাও, কানঠাড়, আখির, এ্যাভ্যান, কাথাচ, কুঠঔ' প্রভৃতি শব্দতে মহাপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণহীন হয়ে স^{২}-এর বুলি হল, 'টিলিখন, ইনটাই, আগান, পাজাও, কানটাড়, আকির, এ্যাবান, কাডাচ, কুটঔ'। অ^{২}-এর 'হেনাপেআ, হোরএনা, হেজাকানা, হাতাওমে, ওকাহর্তে, হানাপুরি, কোরাহোপোন্, হান্হার হপহ, হরাসি, হাল্লাক' শব্দাবলীর শ্বাসাঘাতহেতু কণ্ঠ্যনালীয় উষ্ম ঘোষবৎ, হ-ব্যঞ্জনধ্বনি দুর্বল হয়ে লোপ পেয়ে যাচ্ছে স^{২}-এ 'এনাপেআ, ওরএনা, এজাকানা, আতাওমে, ওকাঅর্তে, আনাপুরি, কোরাওপোন্, আনআর, অপঅ, অরাসি, আল্লাক'। অ^{২}-এর 'আগুকেদাম্, তিসপে, তারাসিন্, চুলুম, গোতোম, ইসকির, হারকেত্' শব্দতে দুটি বিষম ব্যঞ্জনধ্বনি সমরূপত্ব; লাভ করে সমীভূত হয়ে স^{২}-বোলছে 'আগুগেদাম্, তিত্পে, তাতাসিন্, চুলুল, গোতোত্, ইরকির, হাত্কেত্'। অ^{২}-এর মুখে 'নুনুআমে, এমাইমে, কুকলি, বকত্ তেৎ, কাক্রাৎ, কাস্কম্, গ্যাগ্যার, চিকিচ, ছিতিরবিতির' শব্দগুচ্ছে দুটি সমব্যঞ্জনধ্বনির একটির রূপান্তর ঘটিয়ে স্বাভাভিকভাবেই স^{২}-এ বোলতে শুনেছি 'সুনুআমে, এনাইমে, কুগলি, বকর্তেৎ, কাগরাৎ, কাস্গম, গ্যাকার, চিকিস্, ছিতিরবিদির'। অ^{২}-এর 'সেরা, রেন, রেম, রে, র‍্যাঁদা, র‍্যাচ, র‍্যাডাৎ, রাটরট, রবট্, রহর' শব্দতে র-ব্যঞ্জনধ্বনির অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ দন্ত্য অন্তঃস্থ ল-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স^{২}-এ বোলছে 'সেলা, লেন, লেম, লে, ল্যাঁদা, ল্যাচ, ল্যাডাৎ, রাটলট, লবট্ রহল'। অ^{২}-এর 'আলম্, কলে, উলদারে, লেস, লাগাআ, কাটিচুলম' শব্দগুচ্ছে অঘোষীভূত হয়ে স^{২}-এর মুখে হল গিয়ে 'আনম্, কনে, উনদারে, নেস্, নাগাআ,

কাটিচুনুম'। অ^{২}-এর 'নেনা, নাই, চেতান্‌রে, তাবেন, নানহা' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ন-কারের লকারীভবন হয়ে যাচ্ছে স^{২}-এ 'লেনা, লাই, চেতালরে, তাবেল, নালহা'। অ^{২}-এর 'বেংজা, আতিইং, হিরিং, আকিরিং, মারাং, ঝাংগা, ঠেংগা, অরং, গালাং, এ্যাতাং, ওডোং' শব্দতে অঘোষ মহাপ্রাণ অনুনাসিক অযোগবাহ ং-ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষ ওষ্ঠা নাসিকা ম-ব্যঞ্জনধ্বনি হয়ে উঠছে 'বেমেজা, আতিইম, হিরিম্‌, আকিরিম্‌, মারাম্‌, ঝাম্‌গা, ঠেম্‌গা, অরম্‌, গালাম্‌, এ্যাতাম্‌, ওডোম্‌'। অ^{২}-এর 'বারাং, এলাং, কিরিং, গনংতে, আটেং, বিইং, কাটিচুলুং, অং, গনং' শব্দতে অনুনাসিক ং-ব্যঞ্জনধ্বনি নাসিক্য মহাপ্রাণ ন-ব্যঞ্জনেরই ধ্বনির্‌ই অবস্থাভেদ মাত্র আর স^{২}-তে রূপ হল গিয়ে 'বারান্‌, এলান্‌, কিরিন্‌, গনন্‌তে, আটেন্‌, বিইন্‌, কাটিচুলুন, অন্‌, গনন্‌'। অ^{২}-এর 'হারুরাঙ, ইঙ, সেঙ্‌গেল্‌, তেঙ্‌গোন্‌, মাআঙ্‌, সুঁআড়িঙ্‌' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে কণ্ঠ্যনাসিকা ঙ-ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষ ওষ্ঠ্যা ম-নাসিক্যধ্বনিতে স^{২}-এ বোলছে 'হারুরাম্‌, ইম্‌, সেমগেল, তেমগোন, মাআম, সুঁআড়িম'। অ^{২}-এর 'ইঙা, চেঙগা, সেঙগিন, বানুঙ, কাঙ্‌কর, খড়ঙ, খুঙগি, গোঙগা, জঙগা' শব্দতে কণ্ঠ্যনাসিক্য ঙ-ব্যঞ্জনধ্বনি নাসিকা মহাপ্রাণ দন্ত্য ন-ব্যঞ্জনধ্বনি হয়ে উঠেছে স^{২}-এ 'ইনা, চেনগা, সেনগিন, বানুন্‌, কান্‌কর্‌, খড়ন্‌, খুনগি, গোন্‌গা, জন্‌ঘা'। অ^{১}-এর 'ওকাৎমে, নিৎগি, মিত, গিতরা, চেতই, কাতা, কাৎরাহি' শব্দতে অল্পপ্রাণ অঘোষদন্ত্য স্পর্ষ ত-ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ দন্ত্য দ-ব্যঞ্জনধ্বনিতে সরে এসে স^{২}-তে বোলতে শুনেছি 'ওকাদমে, নিদ্‌গি, মিদ্‌, গিদরা, চেদই, কাদা, কাদরাহি'। অ^{২}-এর 'দাহারি, মুরহুদ্‌, বাদ্‌, দেহার, লাদম্‌, উদ্‌গৌর, আদও্‌আচাওলে, গিদরৌ' শব্দতে দ-ব্যঞ্জনধ্বনির অঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় সঘোষ ত-ব্যঞ্জনে এসে স^{২}-এ বোলছে 'তাহারি, মুরহুত্‌, বাত্‌, তেহার, লাতম্‌, উত্‌ গৌর, আত্‌ও্‌আচাওলে, গিতরৌ'। অ^{২}-এর 'পাসি, গাপা, তারূপ, বাপ্‌লা, আপেদা, আমেপ, চামপাবাহা চুপুৎ, আকাপ-সাকাপ' শব্দগিচ্ছে অঘোষ অল্পপ্রাণ উষ্ঠ্য প-ব্যঞ্জনধ্বনি সঘোষ অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ দন্তোষ্ঠ্য অন্তসস্থ ব-ব্যঞ্জনধ্বনিকে জায়গা করে দিয়ে স^{২}-এর বুলি হয়ে গেল 'বাসি, গাবা, তারূব্‌। বাব্‌লা, আবেদা, আমেবে, চামবাবাহা, চুবুৎ, আকাব্‌-সাকাব্‌'। অ^{২}-এর 'বাপলা, ডিবৌ, রাকাব্‌, গাবহা, আরুব, বাপান, গাবে, গাবান, কাটরাব্‌' শব্দগুচ্ছ প-ব্যঞ্জন ব-ব্যঞ্জনকে সরিয়ে দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই স^{২}-এর বুলি হয়ে যাচ্ছে 'পাপলা, ডিপৌ, রাকাপ্‌, গাপহা, আরুপ, পাপান, গাপে, গাপান, কাটরাপ'। অ^{২}-এর বুলি 'কিলোকাতে, আকাদা, সিক্‌রি, মেনেক্‌দা, হিজুক্‌মে, তিনাক্‌তেম, কুক্‌মো, কাক্‌রাত, কুক্‌লি' শব্দগুচ্ছে অঘোষ অল্পপ্রাণ ক-ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষবৎ হয়ে জিহ্বামূলীয় অল্পপ্রাণ গ-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স^{২}-এ বোলতে সশুনেছি 'কিলোগাতে, আগাদা, সিগ্‌রি, মেনেগ্‌দা, হিজুগমে, তিনাগ্‌তেম, কুগ্‌মো, কাগরাত, কুগ্‌লি'। অ^{২}-এর বলা 'গাল্‌মারাও, কুগলি, বানুগ্‌ইআ, ভেগ্‌আর, রাগ্‌ই, চাগ্‌আৎ, চগ্‌আ, জাঁগ্‌লাও' শব্দগুচ্ছে সঘোষ অল্পপ্রাণ গ-ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষীভবন হয়ে অঘোষ অল্পপ্রাণ ক-ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিবর্তন হয়ে স^{২}-এ বোলছে 'কাল্‌মারাও, কুকলি, বানুক্‌ইআ, ভেক্‌আর, রাক্‌ই, চাক্‌আৎ, চক্‌আ, জাক্‌লাও'। অ^{২}-এর 'লেবেট্‌, পাটিআ, রটে, চটক্‌, কুটইয়া, কট্‌না, চাট' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ট-ব্যঞ্জন ড-ব্যঞ্জনে এসে স^{২}-এর উচ্চারিত বুলি হছে 'লেবেড্‌, পাডিআ, রডে, চডক্‌, কুডইআ, কড়না, চাড'। অ^{২}-এর 'নোড্‌এ, কাড্‌ই, কুডঔম্‌, ক্যাড্‌রং, খ্যাঁলড, গাডা, গ্যাড্যা, গোডেৎ' প্রভৃতি শব্দাবলীতে সঘোষ ড-ব্যঞ্জনধ্বনিকে অঘোষীভূত করে অঘোষ ট-ব্যঞ্জনধ্বনিকে ঠেলে দিয়ে জায়গা করে নিয়ে স^{২}-তে বোলছে 'নোট্‌এ, কাট্‌ই, কুটঔম, ক্যাটরং, ঘ্যাঁলট, গাটা, গ্যাট্যা, গোটেৎ। অ^{২}-এর 'গোটাতে, রমিটেন, কেটেআ, কাটিচুলুম, মিটহর, কটা, চাট্‌, চরচ্‌টড, চ্যাট্যার' অল্পপ্রাণ, সঘোষ মূর্ধন্য ট-ব্যঞ্জনধ্বনিকে অঘোষ দন্ত্য স্পর্শ ত-ব্যঞ্জনধ্বনি সরিয়ে দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে স^{২}-এ 'গোতাতে, রমিতেন, কেতেআ, কাতিচুলুম, মিত্‌ হর, কতা, চাৎ, চরচ্‌তক্‌, চ্যাত্যার'। অ^{২}-এর 'কারাত, কাতে, তিস, মেতাঅ্‌, আঅম্‌তে, বতর, কাত্‌ই, জতরাও, ক্যাতলা' শব্দগুচ্ছে অল্পপ্রাণ ত-ব্যঞ্জনধ্বনি স্বতোমূর্ধন্যীভবনের প্রভাবে অল্পপ্রাণ ট-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স^{২}-তে বোলছে 'কারাট, কাটে, টিস্‌, মেটাঅ, আঅম্‌টে, বটর, কাটই, জাটরাও, ক্যাটলা'। অ^{২}-বাচকগোষ্ঠীর মুখের ভাষায় 'মোদ্‌দেক, নোনকা, কোটটাসি, গারাল্‌গারাল্‌, গুগু, গুরগু, কুকুট, গগ্‌জিচ্‌, চুরুচ্‌' শব্দাবলীতে সমধ্বনির একটি লুপ্ত হয়ে সমাক্ষর লোপের প্রভাবে স^{২}-এর উচ্চারিত ধ্বনি হল গিয়ে 'মোদেক, নোকা, কাটাসি, গারালগারা, গুউ, গুর্‌, কুট, গাজিচ্‌, চুরু'। অ^{২}-এর 'বিনই, কিরইনতিবি, তাল্‌ইস্‌, চেচইত, উগউল' প্রভৃতি

শব্দগুচ্ছে অপিনিহিতি ই-কার বা উ-কার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে একপ্রকার আভ্যন্তর সন্ধি করে স^{২}-এর মুখে হয়ে যাচ্ছে 'বিনি, কিরিনতিরি, তালিস, চেচিত, উগুল'। অ^{২}-বাচকগোষ্ঠীর মুখের কথায়, 'তিনাক, হিসাব, তেআগ, হজগ, বেলাক, এআগ, ইঙাক, বিতাউ, সিহাই, সিরমা, নওআ, কাতেগে, দুসি, তালাঙ, বেআক' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ ব্যাপক স্বরসংগতি প্রক্রিয়ায় রাঢ়ীয় উপভাষায় ঔপভাষিক প্রয়োগের ফলে স^{২}-সদস্যরা বলতে থাকে 'তিনাক্, হিসেব, তিআগ, হজোগ্, সিহেই, বিলাক, ইআগ, ইঙেক, বিতেউ, সিহেই, সেরমা, নোওআ, কেতেগে, দোসি, তালোঙ, বিআক্'। স্বরসঙ্গতি চঞ্চল্য রাঢ়ীয় উপভাষায় ঔপভাষিক মিশ্রণের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

আমরা পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে নিরক্ষর বাচক গোষ্ঠীর মুখের ভাষা সংগ্রহ করতে অচল ও সচল ভেদে দুটি ভাগে ভাগ করেছি। নিরক্ষর বাচকগোষ্ঠীদের নিয়ে ঔপভাষিক মিশ্রণের সমীক্ষায় এগোবে। এ বয়সের সাঁওতাল উপজাতি বাচকগোষ্ঠীর মুখের ভাষায় এখানকার পূর্বরাঢ়ীয় সর্বজন চলিত কথ্য ভাষার ছাপ পড়েছে। এঁদের মৌখিক ভাষায় পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয় অর্থাৎ যথেষ্ট বর্তমান। প্রায় পঁচিশ শতাংশ থেকে চল্লিশ শতাংশ। এই বাচকগোষ্ঠীদের পঁচাত্তর জন করে সদস্যদের মুখের ভাষা নিয়ে সমীক্ষা করলাম অচল ও সচল ভেদে। এঁদের মৌখিক ভাষায় পশ্চিমবঙ্গীয় পূর্বরাঢ়ীয় উপভাষার প্রভাবের ক্রমিক বৃদ্ধির মাত্রা নিরূপণে সমীক্ষা চালাবো। অচল ও সচল ভেদে অচল ও সচলদের 'অ^{৩}' ও 'স^{৩}' রূপে সংক্ষেপে লিখলাম।

অ^{৩}-বাচকগোষ্ঠীর মুখে 'অন্তে, অল্, সার্জম, হোপন, আঅ্ওআ, রহঅ্ হোঅ, অনল, অদা, অরাবারা' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে আদি, মধ্য ও অন্ত্যে অ-স্বরধ্বনি, ও-স্বরধ্বনিকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে স^{৩}-তে বোলছে 'ওন্তে, ওল্ সার্জোম্, হোপেন, হাওওআ, রহোও, হোও, অনোল, ওদা, ওরাবারা'। অ^{৩}-এর মুখের কথায় 'ওকাঠেন, ওকারে, ওলাতে, নাওআ, ওনাতে, ওড়াতে, ছারাও, কিলৌও' ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ আদি, মধ্য ও অন্ত্যে ও স্বরধ্বনি, অ-ধ্বনিকে জায়গা করে দিয়ে স^{৩}-তে বোলছে 'অকাঠেন, অকারে, অলাতে, নাঅআ, অনাতে, অড়াতে, ছারাঅ্, কিলৌঅ্'। অ^{৩}-এর 'বুলকানা, উমুল, উঝুর, উম্, দুকান, তুলুচ, উকুর, উতু, উনি, উমের, প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে আদি, মধ্য ও অন্ত্যে ওষ্ঠ্য উ-ধ্বনি সরে গিয়ে কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও-ধ্বনি জায়গা করে দিয়ে স^{৩}-তে বোলতে শুনেছি 'বোল্কানা, ওমোল, ওঝোর, ওম্, দোকান, তোলোচ্, ওকর, ওতো, ওনি, ওমের'। অ^{৩}-বাচকগোষ্ঠীর মুখের বুলি 'আরো, বানখোন, খোদ, আনটাও, ঐতো, গুলোট, কুহৌও, কোকরো, চোকো, ছিল্কৌও' শব্দগুচ্ছে ও-ধ্বনিকে স্থানচ্যুত করে দিচ্ছে উ-ধ্বনি আর স^{৩}-এর কথিত রূপ হল গিয়ে 'আরু, বানখুন, খুদে, আনটাউ, আতু, গুলুট, কুথৌউ, কুকরু, চুকু, ছিলকৌউ'। অ^{৩}-এর 'মারাং, বিনাং, তিংবিরে, অতং, আলাং, কুংকৌল্, গং' শব্দগুচ্ছে মধ্য ও অন্ত্যে অঘোষ মহাপ্রাণ অনুনানিক অয়োগবাহ ং-ব্যঞ্জনধ্বনি নাসিক্য মহাপ্রাণ দন্ত্যধ্বনি ন-ব্যঞ্জনে ফিরে এসে স^{৩}-এর বুলি হ'ল 'মারান্, বিনান্ তিন্বিরে, অতন্, আলান্, কুনকৌল, গন্'। অ^{৩}-এর 'মাঅ্আং, লোটাং, টাংগা, গোটাং, কুমৌং, গারাংদাঃ, ঘাংরা' শব্দগুচ্ছে ং-ধ্বনি ম-ধ্বনিকে স্বাভাবিকভাবে স্থান করে দিয়েছে স^{৩}-এ 'মাঅ্আম্ লোটাম্, ইয়াম্, টামগা, গোটাম্ কুমৌম্, গারাম্দাঃ, ঘামরা'। অ^{৩}-এর 'হাঙ্গাখান, বাঙ্গমেন, তেঙ্গোন, ফোঙ্কাহর, বাঙ্খন, রাঙ্পুড়রা' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ঙ-ব্যঞ্জনধ্বনি, ম-ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয়ে স^{৩}-আর বুলি হল 'হাম্গাখন, বাম্গমেন, তেম্গোন্, ফোম্কাহর, রাম্খন্, রামপুড়রা'। অ^{৩}-এর 'জারুরাঙ্, বেঙ্গেৎ, বেঙ্জা, বাঙবেসা, বোঙ্গা, জেলেঙ, অতিঙ' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে নাসিক্য ন-ব্যঞ্জনধ্বনি পরিণত হয়ে স^{৩}-আ বোলছে 'জারুরান্, বেন্গেৎ, বেন্জা, বানবেসা, বোনগা, জেলেন, অতিন্'। অ^{৩}-আর 'আলোম্, লাটু, চিলি, দিল্ রিমিল্ দাল্, লেতাঅ্' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে অর্ধব্যঞ্জন 'ল' ও 'ন' ধ্বনিগুলির মধ্যে পারস্পরিক পরিবর্তন ঘটে গিয়ে স^{৩}-এর বলতে শুনেছি 'আনোম্ নাটু, চিনি, দিন্, রিমিন্, দান, নেতাঅ্'। পুনরায় অ^{৩}-এর 'নাসি, দান্আ, বুন্, তনা, নেকা, নাগাও, ঔনিত্, সেন্কেনাঅ্' শব্দগুচ্ছে ন-ধ্বনি পার্শিক তরলধ্বনি ল-ধ্বনিতে এসে স^{৩}-এর কথিত রূপ গিয়ে দাঁড়ায় 'লাগি, দলিআ, বুল, তলা, লেকা, লাগাও, উলিত্ সেনকেলাঅ্'। অ^{৩}-এর আঁইউপ্, বুধারেঁ, ঢাঁডি, আঁর্গোম, হোঁচর, তেঁহিঞ, দাঁতরোম' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ঘোষবৎ ঁ-ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষবত্তা হারিয়ে স^{৩}-এ বোলছে 'আইউপ্, বুধারে, টাডি,

আবগোম্, হোচর, তেহিঞ, দাতরোম'। অ°-এর 'নোন্ডে। হেন্দা, মনজুৎ, কামিন, ছিনৌর, কিসান্বনা, কিমিন্, মাল্হান্, অন্তে, অনডে, মনরে' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক করে দিয়ে নাসিক্যীভবন হয়ে স°-এর কথিত রূপ হল গিয়ে 'নোঁডে, হেঁদা, মঁজুৎ কামিঁ, ছিঁঔর্, কিসাঁবনা, কিমিঁ, মলিহাঁ, অঁতে, অঁডে, মঁরে'। অ°-এর 'সনৎ, লহৎ, বুৎরা, রাপুৎ, লেন্জেৎ, লেনডেৎ, অগাৎ, কিচ্রিৎ, কপ্যাৎ, জিরিৎ, আৎকির' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ৎ-ব্যঞ্জনধ্বনি ত-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স°-এ বোলতে শুনেছি 'সনত্, লহত্, ভুত্ রা, বাপুত্, লেন্জেত্, লেন্ডেত্, অগত্, কিচ্রিত্, কপ্যাত, জিরিত্, আত্ কির'। অ°-এর হাটাঃ, টুকুইঃ, আঁ: সাঃ, গেইঃ, রঃ, মকোঃ, গেচঃ, হচঃ, কিদাঃ, অলঃপাড়হাও, আব্ওআঃ, উনৌঃ, এ্যামাঃ, চ্যাহ্রাঃ' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে বিসর্গ অঘোষ ধ্বনি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই স°-এ 'হাটা, টুকুই, আঁ, সা, গেই, র, মকো, গেচ্, হেচ্, কিদা, অল্পাড়হাও, আব্ওআ, উনৌ, এ্যাম, চ্যহ্বা'। অ°-এর 'ইদিহুইএনা, হিজুআ, হাতাওআকানা, রঅরাআকানা, দোওঅ্, দোওঅ্অম্, হাকোপালো, মালহান' শব্দগুচ্ছে সঘোষ হ-ব্যঞ্জনধ্বনির ঘোষবত্তা হারিয়ে ফেলেছে দুর্বলতাহেতু আর ফিরে আসছে অ-স্বরধ্বনিতে স°-এ 'ইদিওইএনা, ইজুআ, আতাওআকানা, রঅরাআকানা, দোওঅ্, দোওঅ্অম্, আকোপালো, মালহান'। অ°.-এর 'হেড়েম্, সেরমা, মার্সাল্, উদ্গার্, কেদাম, আগুকেদা' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ পদমধ্যস্থ পাশাপাশি দুটি বিষম ব্যঞ্জন সমীভূত হয়ে সমযুগ্ম ব্যঞ্জননে এসে স°-এ 'হেড়েড়, সেস্মা, মাস্সাল্, উগ্গার, কেমাম, আগুগেদা'। অ°-এর 'কুকুম, লেলহা, ডাডু, রেআরা, জোজম, লোলো' শব্দগুচ্ছে ভিতরে পাশাপাশি দুটি সমযুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির একটি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে বিষমীভবন প্রক্রিয়ায় এসে স্বাভাবিকতা লাভ করছে স°-এ 'কুরমু, লেস্হা, ডাবু, বেআসা, জোরম্, নোলো'। অ°-এর 'মেনখান, খেজারি, ঠিলি, থুলি, দুখ, ধত্তি' শব্দগুচ্ছে মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণতা লাভ করছে স°-এ 'মেনকান, কেজারি, টিলি, তুলি, দুক'। অ°-এর, সেরাএম্, এমা, এরি, পেআ, মেনমে, মেনএ' শব্দগুচ্ছে সংবৃত এ-স্বরধ্বনি বিবৃত এ্যা-স্বরধ্বনিতে এসে স°-এ বোলছে 'এ্যারা, সেরাএ্যাম্, এ্যামা, এ্যারি, প্যাআ, মেন্ম্যা, মনএ্যা'। অ°-এর 'তাহ্যাকানা, এ্যাব্যাল্, তাহ্যা এ্যানাআ, এ্যাদৌল্, এ্যাজাকালা' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে অর্ধবিবৃত এ্যা-স্বরধ্বনি অর্ধসংবৃত এ-স্বরধ্বনিতে এসে স°-এ উচ্চারিত হচ্ছে, 'তাএকানা, এবেল্, তাহে, এনাআ, এদৌল্ এজাকালা'। অ°-এর 'ইনদো, হিরিঞ, কিরিঞ, জম্কেদাই, ইনতুলুই, ইরিম, ইকলা' শব্দগুচ্ছে তালব্য ই-ধ্বনি কণ্ঠ্যতালব্য এ-ধ্বনিতে এসে স°-এ বোলছে 'এন্দো, হেরেঞ্, কেরেঞ্, জমকেদাই, এনতুলুই, এরিম, একলা'। অ°-এর 'আগুকেদাএ, হোএকানা, ঔর্এনা, এনাআ, নাএল, হোএএনা' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে এ-ধ্বনি ই-ধ্বনিতে এসে স°-বলে 'আগুকেদাই, হোইকান, ঔরইনা, ইনাআ, নাইল, হোইইনা'। অ°-বাচকগোষ্ঠীর 'তাএনা, ঔরএদা, এলা, তাহে, এনাআ, আব্রে, এনাতে, এতাই' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে এ-ধ্বনি ও-ধ্বনিতে এসে স°-এ বলে 'তাওনা, ঔর্ওদা, ওলা, তাহোওনাআ, আব্রো, ওনাতে, ওতাই'। অ°-এর 'এচাঅ্, আর্ওআ, নাহেল্, হোআকান, এবিল, এসিন' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে এ-ধ্বনি আ-ধ্বনিতে এসে স°-এ বোলছে 'আচাঅ্, আর্ওআ, নাহাল্, হোআকান, আবিল, আসিন'। অ°-আর 'সেআআকু, আনাবেন, আরে, আতাওনা, আসাএম্, আকুই' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে কণ্ঠ্য আ-ধ্বনি কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও-ধ্বনিতে এসে স°-এর উচ্চারিত ধ্বনি হল 'সেওওকু, ওনাবেন, ওরে, ওতাওনা, ওসাএম, ওকুই'। অ°-এর 'আতাও, আলম্, আম্কো, আরাঃ, আন, আলাঅ্' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে আ-স্বরধ্বনি উ-স্বরধ্বনিতে এসে স°-এ বলে 'উতাও, উলম্, উমবেগ, ঔরাঃ, উন, উলাঅ্'। অ°-এর 'আদো, আলে, তেওআইমে, ওকালেকাতে, আকানেগাতে, জামআকা' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে আ-স্বরধ্বনি অ-স্বরধ্বনি হচ্ছে স°-এ 'অদো, অলে, তোওঅইমে, ওকলেকতে, ওকানেগত, জমঅকা'। অ°-এর 'অরতেগে, অঅ্ওনা, অরতেতো, অরতেগে, অরতুলুচ্, অরাতে' শব্দগুচ্ছে পদাদি ও পদমধ্যে মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রায় হ-কার ধ্বনির আগম ঘটিয়ে স°-এ বোলতে শুনছি 'হরতেগে, অহ্ওনা, হরতেতো, অবতেগে, হরতুলুচ্, হরআতে'। অ°-এর 'হিজুমে, তেহিঞহরতে, রহঅ্, হরোমো, লাহা' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে উষ্ম মহাপ্রাণ সঘোষ কণ্ঠ্য হ-ধ্বনি দন্ত্য স-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে স°-বাচকগোষ্ঠির মুখে মুখে হয়ে যাচ্ছে 'সিজুমে, তেসিঞসর্তে, রসঅ্, সর্মো, লাসা'। অ°-এর 'আমক্, রকচ্, হিজুঃক, তিনাক্তেম, হোবোক্, ওক্ আনাক্' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ক-ধ্বনি ঘোষবৎ হয়ে গ-ধ্বনিতে এসে স°-এ বলে 'আমগ্, রগচ্, হিজুঃগ, তিনাগতেম,

হোবোগ, ওগা, আনাগ'। অ^{৩}-এর 'নাওআগিআ, আর্‌গোম্‌, ভুগ্‌অআ, গাবা, ছিঁগলৌও, জগাড়, গাসাও, গাদেল' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে গ-ধ্বনি অঘোষীভূত হয়ে ক-ধ্বনিতে এসে স^{৩}-এ বলে 'নাওআকিআ, আরকোম্‌, ভুক্‌অআ, কাবা, ছঁকলৌও, জকাড়, কাসাও, কাদেল'। অ^{৩}-এর পুগরি, পাসি, আগুইপে, আম্‌পে, তুপুনবেরা, উপ্‌কাপ্‌চাও 'প্রভৃতি শব্দে প-ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষীভূত হয়ে সঘোষ ব-ধ্বনিতে স^{৩}-এ বোলছে 'বুগরি, বাসি, আগুইবে, আম্‌বে, তুবুনবেরা, উব্‌কাব্‌চাও'। অ^{৩}-এর 'আব্‌রাক, কুলুব্‌, বাব্‌লা, কাব্‌চি, লাব্‌কার বান' শব্দাবলীতে অঘোষীভূত হয়ে ব-ধ্বনি প-ধ্বনি হয়ে যাচ্ছে স^{৩}-এর 'আপ্‌রাক্‌, কুলুপ, বাপ্‌লা, কাপ্‌টি, লাপকার, পান'। অ^{৩}-এর মোরেগোট্‌, খুঁটরে, টানবা, মিনটুন, চামটা, চুটুচ্‌, টুংকি, টুকুচ, টকনাঃ' শব্দগুচ্ছে ট-ব্যঞ্জনধ্বনি ত-ব্যঞ্জনধ্বনিকে জায়গা করে দিয়ে সরে যাচ্ছে স^{৩}-এ 'মোরেগেও, খুঁত্‌ রে, তানবা, মিন্‌তুন্‌, চাম্‌তা, চুতুচ্‌, তুংকি, তুকুচ্‌, তকনাঃ' অ^{৩}-এর 'নিত্‌ গ্যা, আত্‌ রা, বাত্‌ লা, তুরুক্‌ আওত্‌ তা, বাতওআ' প্রভৃতি শব্দতে স্বতোমূর্ধন্যীভবনের ফলে দন্ত্য ত-ধ্বনি মূর্ধা ট-ধ্বনিতে ফিরে এসে স^{৩}-এর মুখের বুলি 'নিট্‌ গ্যা, আট্‌রা, বাট্‌লা, টুরুক্‌, আওট্‌টা, বাটওআ'। অ^{৩}-এর 'গিডিমে, আমহাডে, মোডে, মোডে, এআড, পাঁড়্‌রাং, পিঁডৌ, ডাংরা, ডাডু' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ড-ধ্বনি ঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় ট-ধ্বনিকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে স^{৩}-এ উচ্চারিত হচ্ছে 'গিটিমে, আমহাটে, গেটে, মোটে, এআট্‌। পাঁটরাং, পিঁটৌ, টাংরা, টাটু'। অ^{৩}-এর 'নেপেট্‌, মিট্‌অর, ওলাটা, লবুট্‌, মেটাঅ্‌' শব্দগুচ্ছে অল্পপ্রাণ অঘোষ মূর্ধন্য প্রতিবেষ্টিত ট-স্পর্শধ্বনি অল্পপ্রাণ ঘোষ মূর্ধন্য ড-ব্যঞ্জনে স^{৩}-এর বুলি হল 'নেপেড, মিড্‌অর, ওলাডা, লবুড, মেডাও'। অ^{৩}-এর বুলি 'তুরুক, নিত্‌ দো, কোএ্‌তা, মান্‌তৌন, লসত্‌, গিত্‌ রা, তাহি, থৎনা, ত্যাপ্যাৎ' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে দেখা যায় ত-ধ্বনিকে দ-ধ্বনিকে জায়গা করে দিচ্ছে স^{৩}-এ 'দুরিক্‌, নিদ্‌দো, কোএদা, মানদৌন্‌, লসদ্‌, গিদরা, দাহি, থদ্‌না, দ্যাপ্যাৎ'। অ^{৩}-এর 'মেনেগ্‌দা, তলকেদাই, কেদাম্‌, সেবাইদা, আপেদ্‌, উনিদ্‌, আকাদাঅ্‌ দাকাওরাঃ' শব্দগুচ্ছে দ-ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় ত-ধ্বনিতে এসে স^{৩}-এর ধ্বনি হল 'মেনেগ্‌তা, অল্‌কেতাই, কেতাম্‌, সেবাইতা, আপেত্‌, উনিত্‌, আকাতাঅ্‌, তাকাওরাঃ'। অ^{৩}-এর মুখে 'ম্যানগেল, বোনগ্যা, সিনচ্যানদো, ল্যাঅ্যাগ্‌, অ্যারঘাঅ্যা, অ্যাড়াং, অ্যাঅনম্‌ অ্যাঁজ্যাৎ, অ্যাঁগির' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে অ্যা-স্বরধ্বনি আ-ধ্বনিকে বসিয়ে নিজেসরে এসে স^{৩}-তে বোলছে 'মান্‌গেল, বোন্‌গা, সিন্‌চান্‌দো, আআগ্‌, আরঘাআ, আড়াং, আঅন্‌ম্‌, আঁজাত, আঁগির'। অ^{৩}-এর কথায় 'লিজাক, এরাক, হচ্‌, তিলান, কুমন, মাসকুরা, হঅ্‌দা, রেআল, হাত্‌ লাঃ, সেনাওমা, গিদারে, মুচ্‌, লুমাউ, পউরা, এনতেঁ, কল, লুমাম' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ব্যাপক স্বরসঙ্গতি হয়ে যাচ্ছে স^{৩}-সদস্যদের মুখে মুখে 'লিজেক, ইরাক্‌, হচোঃ, তিলেন, কোমন, মাসকুরু, হাদা, রিআল্‌, হাতালাঃ, সানাআ, গিদরে, মুচে, লুমোউ, পোরো, এনেতে, কোলো, লোমোস'। অ^{৩}-এর মুখের বুলিতে 'জব্‌রা, আব্‌রি, রাকাব্‌, বর্‌বতর্‌, জাঁবডোবিঞ' প্রভৃতি শব্দতে অল্পপ্রাণ সঘোষ দন্তৌষ্ঠ্য অন্তস্থ ব-ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ প্রবণতা দেখা যায় কখনো সখনো স^{৩}-এতে 'জরা, আরি, রাকা, বর্‌তর্‌, জাঁডোবিঞ'। অ^{৩}-এর মুখের বুলি 'লুটি, আতিআ, নিতাবন্‌ ওনাচান, আবোন, রেনাক্‌, উনোর' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে উচ্চারণে জোর দিতে গিয়ে পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিত্ব হচ্ছে স^{৩}-এর মুখেমুখে 'লুট্‌টি, নিত্‌ তাবন, ওননাচান, আব্‌বোন্‌, রেন্‌নাক উন্‌নোর'। অ^{৩}-এর মুখে উচ্চারিত ধ্বনি 'ডাহার্‌হর, কিচ্‌রিচ, ওকোক্‌আ, তলোক্‌কোরা, অকঅআঃ, কুকলি, চুরুচ্‌, চ্যার্‌যচ্‌, চামচিকৌ, গাডরভিডি' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে প্রবল শ্বাসাঘাত কারণে সমাক্ষর লোপ প্রবণতা দেখতে পাই স^{৩}-এতে 'ডার্‌হর্‌, কিরিচ্‌, ওকোআ, তলোকারা, কআঃ, কুলি, চুরু, চ্যার্‌যা, চাম্‌কৌ, গারভিডি'।

এখন আমরা পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বয়সের স্বাক্ষর বাচকগোষ্ঠীর মুখের ভাষায় পূর্বরাঢ়ীর উপভাষার প্রভাবের ক্রমিক বৃদ্ধির মাত্রা নিরুপনে অচল ও সচল ভেদে 'অ^{৪}' এবং 'স^{৪}' রূপে চিহ্নিত করলাম। এসব সাঁওতাল উপজাতি সদস্যদের মৌখিক কথিত ভাষার পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষনীয়। পূর্বরাঢ়ীর ছাপ যথেষ্ট বর্তমান। প্রায় পঁচিশ শতাংশ থেকে চল্লিশ শতাংশ। নিম্নের শব্দগুচ্ছে তার প্রমাণ মিলবে।

অ^{৪}-বাচকগোষ্ঠীর মুখের ভাষায় 'জম, পার্‌কম্‌, তাকিঅ্‌, সারাঅ, কমার, অবাক, গসঃ, সানাঅ' শব্দগুচ্ছে পদাদি, পদমধ্য ও পদান্তিক অ-কণ্ঠ্যধ্বনি সরে গিয়ে ও-কণ্ঠৌষ্ঠ্য স্বরধ্বনিকে জায়গা করে দিচ্ছে স^{৪}-এ আর

স্বাভাবিকভাবে বলতে শুনছি 'জোম্, পারকোম্, তাকিও, সারাও, কোমার্, ওবাক্, গসোঃ, সানাও' যা নাকি রাঢ়ীয় উপভাষায় ঔপভাষিক মিশ্রণের প্রয়োগকে চিহ্নিত করছে। অ^{8}-সদস্যদের 'আকাও, পাও, ওকারে, ওর, কোরা, ওত্, ওসার, ওকুর, ওডোক' শব্দগুচ্ছে শব্দাদ্য, শব্দমধ্য ও অন্ত্যে ও-স্বরধ্বনি অতি স্বাভাবিকভাবে সরে গিয়ে এসে অ-কণ্ঠ্যধ্বনিকে স্থান করে দিচ্ছে স^{8}-বাচকগোষ্ঠীর মুখে এবং বলে চলেছে 'আকাঅ্, পাঅ্, করা, অত্, অসার, অকুর, অডোক'। আবার অ^{8}-এর 'মুরুৎ, উনি, উতু, মু, করি, উনকু, মিয়' শব্দগুচ্ছে পদাদি, পদমধ্য ও পদান্ত্যে ও-স্বরধ্বনি উ-ওষ্ঠ্য স্বরধ্বনিকে সরিয়ে দিয়ে অতি সহজেই হয়ে যাচ্ছে স^{8}-সদস্যদের মুখে আর বোলছে 'মোরোৎ, ওনি, ওতু, মো, কোরি, ওনকু, মিয়ো'। অ^{8}-এর 'ওরা, গোরা, ওচ, ওর্কো, ওএকান, ইর্আকো' শব্দাবলীতে ও-ধ্বনি উ-স্বরধ্বনিকে ঠেলে দিচ্ছে আদি, মধ্য ও অন্ত্যে আর স^{8}-এ বোলে উঠেছে 'উরা, গুরা, উচ্, উর্কো, উএকান, ইর্আকু'। অ^{8}-এর 'আলিং, চুলুং, তিরং, এনাইং, ঘাংরা, চ্যালাং, ছয়লাং, গাংনৌই' শব্দগুচ্ছে অঘোষ মহাপ্রাণ অনুনাসিক ং-অযোগবাহধ্বনি ঘষোবৎ অনুনাসিক দন্ত্য ন-ধ্বনিতে এসে স^{8}-এর বুলি হ'ল গিয়ে 'আলিন, চুলুন, তিরন্, এনাইন্, ঘান্রা, চ্যালান্, ছয়লান, গাননৌই'। অ^{8} এর 'এমাইং, জাং, হিজুংমে, কানাইং, হিরিং, সাসাং, বুলুং' শব্দগুচ্ছে ং-অয়োগবাহধ্বনি মহাপ্রাণ ঘোষবৎ, অনুনাসিক ওষ্ঠ্য ম-ধ্বনিকে স্থান করে দিচ্ছে স^{8}-এ 'এমাইম, জাম, হিজুম্মে, কানাইম্, হিরিম্, সাসাম্, বুলুম'। অ^{8}-এর 'সেরেঙ, কিরিঙ, আকরিঙ, টাঙগা, সিরুঘ, ইতুঙ' শব্দগুচ্ছে কণ্ঠ্যনাসিক্য ঙ-ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষ ওষ্ঠ্য নাসিক্য ম-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স^{8}-এর বুলি হয়ে গেল 'সেরেম্, কিরিম্, আকরিম্, টাম্গা, সিরুম্, ইতুম'। অ^{8}-এর 'বাঙ, মারাঙবা, তেঙগোচ্, দাঙ্কাই, তাঙবা, গাঙড়ি, তেঙগোন' শব্দগুচ্ছে দেখি ঙ-ব্যঞ্জনধ্বনি ন-ব্যঞ্জনধ্বনিকে জায়গা করে দিয়ে স^{8}-এ বোলছে 'বান, মারান্বা, তেন্গাচ্, দানকাই, তান্বা, গানড়ি, তেনগোন'। অ^{8}-এর 'চউডল, লব্আই, উল্দারে, ইপিল্, বালে, লাতার্আঃ' শব্দগুচ্ছে অঘোষীভূত হয়ে স^{8}-এ বাচকগোষ্ঠির মুখে হয়ে যায় 'চউডন্, নব্আই, উনদারে, ইপিন্, বানে, নাতারআঃ'। অ^{8}-এর 'বিনোম্তে, মনেরে, মেনাঃ, নেন্, দিনাম, চিনিম্দ' শব্দগুচ্ছে ন-কারের লকারীভবন দেখি স^{8}-দের মুখে মুখে 'বিলোম্তে, মলেরে, মেলাঃ, লেল, দিলাম্, চিলিম্দ'। অ^{8}-এর 'পেঁসে, ইঁদি, হেঁ, দাঁশায়্, মোঁচারে, অঁড়ে, অনড়হিঁয়ৌ, অঁজরা, কাঁহড়ুম, জাঁগে, ছিঁড়ৌও, আঁড়গম' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ অনুনাসিক ঁ-ধ্বনি স্বাভাবিকভাবে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে স^{8}-এ বোলছে 'পেসে, ইদি, হে, দাশায়্, মোচারে, অড়ে, অনড়হিয়ৌ, অজরা, কাহড়ুম, জাগে, ছিড়ৌও, আড়গম্'। অ^{8}-এর 'হেনদে, লানদা, ইনদ, হানাডি, মেনখান' শব্দগুচ্ছে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক করে দিয়ে নাসিক্যীভবন হয়ে স^{8}-এ বোলতে চাইছে 'হেঁদে, লাঁদা, ইঁদ, হাঁড়ি, মেঁকান'। অ^{8}-সদস্যরা 'হাড়হাৎ, মিৎটাং, হলাৎ, চেৎ, সেৎ, অজিৎ, জিরিৎ, জাপিৎ, জাকাৎ, ইতকিৎ' শব্দগুচ্ছে ৎ-ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ত-স্পর্শ ধ্বনি এসে স^{8}-এ বলে 'হারহাত্, মিত্ টাং, হলাত্, চেত্, সেত্, আজিত্, জিরিত্, জাপিত্, জাকাত্, ইত্ কিত্'। অ^{8}-এর 'দাঃ, হরঃ, চালাঃ, আতঃ, হিজুঃ, তুলচঃ, কিচরিঃ, গুজুঃ, উদুঃ, চকাঃ, খালাঃ, চ্যাটাঃ' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে বিসর্গ অঘোষ ধ্বনি স্বভাবিকভাবেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে স^{8}-এ 'দা, হর, চালা, আত, হিজু, তুলচ্, কিচ্রি, গুজু, উদু, চকা, থালা, চ্যাটা'। অ^{8}-এর 'বাহা, দোহোঅ্, হর্রে, হাপে, রহঅ্, হাসুর, হিজুআ, চিনহৎ' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে কন্যনালীয় আকুঞ্চনের ফলে স^{8}-এ বলে ফেলে 'বাআ, দোওঅ্, অর্রে, আপে, রঅঅ্, আসুর, ইজুআ, চিনঅৎ'। অ^{8}-এর 'চোকো, আরদে, রানু, দাকা, চেলে, চুলুৎ, সুসুম, সেতাঃরে, টুকুচ্, গিতিচ্' শব্দগুচ্ছে সমধ্বনির আগম হয়ে সমরূপত্ব লাভ করছে স^{8}-এ 'কোকো, আদ্দে, রারু, দাদা, চেচে, সুসুম, সেরাঃরে, টুটুই, গিতিত'। অ^{8}-এর 'লাতাররে, ওকালেকাতে, সোর্রে, দারেদেচ্, বইবইতে, কমকানা' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে দুটি সমযুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির একটির রূপান্তর ঘটিয়ে বিষমীভূত হয়ে স^{8}-এর কথিত রূপ হল গিয়ে 'লাতারলে, ওরালেকাতে, সোত্ রে, দারেতেচ্, পইবইতে, জমকানা'। অ^{8}-এর 'আমঠাই, মেন্খান্, আখরিং, ভিনা, ভানো, লাঠা, খরদা' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে মহাপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণতা হারিয়ে ফেলেছে আর অল্পপ্রাণীভবন প্রক্রিয়ায় স^{8}-এ উচ্চারিত হয় যাচ্ছে 'আমচাই, মেন্কান্, আক্রিং, বিনা, বানো, লাটা, করদা'। অ^{8}-এর 'এম, মে, এআম্, এনা, তিনেৎ, চেদা, এমাই' শব্দগুচ্ছে অর্ধসংবৃত এ-স্বরধ্বনি অর্ধবিবৃত এ্যা-স্বরধ্বনিতে এসে স^{8}-এ উচ্চারিত ধ্বনি হয়ে উঠেছে 'এ্যাম, ম্যা,

এ্যাআম্, এ্যানা, তিন্যাৎ, চ্যাদা, এ্যামাই'। অ[৪]-এর 'এ্যাআর, ক্যানা, ম্যারম্, এ্যানেই, এ্যাইদা, এ্যামাআম্' শব্দগুচ্ছে বিবৃত এ্যা-ধ্বনি সংবৃত এ-তে এসে স[৪]-এ বলে 'এআর, কেনা, মেরম, এনেই, এইদা, এমাআম্'। অ[৪]-এর 'ইন, ইদি, ইদা, সেরাই, ইনিজ, ইসিন, তুরুই, জোআই, সহরাই' শব্দাবলীতে ই-ধ্বনি এ-ধ্বনি হচ্ছে স[৪]-এ আর বোলছে 'এন্, এদি, এদা, সেরাএ, এনিজ, এসিন, তুরুএ, জোআএ, সহরাএ'। অ[৪]-এ বাচকগোষ্ঠীর 'আসএ, তাহেএনা, এরা, এআকু, তাহের, বেলে' শব্দগুচ্ছের এ-কণ্ঠ্যতালব্য ধ্বনি ই-তালব্যধ্বনিকে নিয়ে এসে জায়গা করে দিচ্ছে স[৪]-এ আর বোলছে 'ঘাসই, তাহেইনা, ইরা ইআকু, তাহির, বিলি'। অ[৪]-এর 'তাএব, মলিহেন, সেবওআ, আদাএএনা, একতিঅঔরি, এখান, এডুগা' শব্দগুচ্ছে এ-ধ্বনি ও-ধ্বনিতে এসে স[৪]-এর বুলি হল 'তাওর, মালহোন, সোরওআ, আদাএওনা, ওক্তি, অঔরি, ওখান, ওড়্গা'। অ[৪]-এর 'এবেল, তেহেল্, তেহেই, কোএনা, মেনমে, এতাং, এনাং' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছের এ-ধ্বনি আ-ধ্বনিকে ঠেলে দিয়ে স[৪]-এ বোলছে 'আবেল, তেহাল্, তাহেই, কোআনা, মেনমা, আতাং, আনাং'। অ[৪]-এর 'নামাল, পার্আও, হাসা, আরি, আর্সাল্, পারোআ, আড়িস্, আড়াও' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে আ-স্বরধনি ও-স্বরধ্বনিতে পরিণত স[৪]-এ হল গিয়ে 'নামোল্, পাবওও, হোসা, ওরি, ওরসাল, পাবোও, ওড়িস্'। অ[৪]-এর 'আরিগান, মাত্ কম্, জোআর, জমেআম, আড়ে, আড়োসি, আনটাও, আরে' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে আ-স্বরধ্বনিকে উ-স্বরধ্বনি ঠেলে দিয়ে জায়গা করে নিয়ে স[৪]-বলে 'উরিগান্, মুতকম্, জোউর, জমেউম্, উড়ে, উড়োসি, উনটাও, উবে'। অ[৪]-এর 'অর্তেদা, অরএতা, অরএনা, অজকানা, অপ্রুগ, অবর' প্রভৃতি শব্দাবলীতে কণ্ঠ্য অ-ধ্বনি প্রবল শ্বাসাঘাতহেতু অঘোষ হ-ব্যঞ্জনধ্বনিতে হয়ে স[৪] বোলে 'হর্তেদা, হর্এতাহরএনা, হজকানা, হপরুগ, হবর্'। অ[৪]-এর 'আঅ্অ, আরহ্, চাতম্, আউলাউ, আইঅ, আউরিঅৌ' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে আ-ধ্বনি অ-ধ্বনি হয়ে স[৪]-এ বলে 'আঅ্অ, আরহ্, চাতম্, আউ্লাউ্, আইঅ, আউরিঅৌ প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে আ-ধ্বনি হয়ে স[৪]-এ বলে 'অঅ্অ, অরহ্, চতম্, অউ্লাউ্, অইঅ, আউরিঅৌ। অ[৪]-এর 'হিজু, সাহান, মাহ্দের, হোএ্গান্, হরেক্, হুঁড়োল, হর্কৎ' শব্দগুলোতে উষ্ম মহাপ্রাণ কণ্ঠ্য-হ-ব্যঞ্জনধ্বনি রূপান্তরিত হয়ে উষ্ম স-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স[৪]-এর স্বাভাবিক বুলি হল 'সিজু, সাসান্, মাস্দের, সোএগান, সরেক্, সুড়োল, সর্কত'। অ[৪]-এর 'সেতাক, চালাক, মেনাক, অনাক্, আধ্যাক্, আবুক্, ইক্ডুস্, কুকলি, কুকম্' প্রভৃতি শব্দগুলোতে পদমধ্যস্থ, ও পদান্তিক জিহ্বামূলীয়, অল্পপ্রাণ অঘোষ ক-ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষিভবন, প্রক্রিয়ায় অল্পপ্রাণ সঘোষ কণ্ঠ্যনালীয় গ-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স[৪]-এ বোলতে চাইছে 'সেতাগ্, চালাগ্, মেনাগ্, অনাগ্, আধ্যাগ্, আবুগ, ইগডুস, কুগলি, কুগমু'। অ[৪]-এর 'গারিআ, গিদি, গঅ্রা, গধলা, লেগা, গেতাম্, গগ্ছিচ্' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে অঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় গ-ধ্বনি ক-ধ্বনিতে এসে স[৪]-এ বোলে 'কারিয়া, কিদি, কঅ্রা, কধ্লা, লেকা, কেতাম্, গকজিচ্'। অ[৪]-বাচকগোষ্ঠীর 'কাপাট, খাপরা, দুরূপ, হোপন, দাপাল, টুপরি' শব্দেতে সঘোষ অল্পপ্রাণ অন্তঃস্থ ব-ব্যঞ্জনধ্বনিকে ঘোষিভবন প্রক্রিয়ায় অল্পপ্রাণ অঘোষ উষ্ঠ্যা প-ব্যঞ্জনধ্বনি ছেড়ে দিচ্ছে স[৪]-এ বোলছে 'কাবাট্, খাব্রা, দুরূপ, হোবন, দাবাল্, টুব্রি'। অ[৪]-এর 'বান্বেস, আবুক, তাবান্তে, রাবোড়, রাদ্বাদ্, বুদআকিল, বচ্, বরবডাং' শব্দগুচ্ছে সঘোষ ব-ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় অঘোষ প-ব্যঞ্জন ধ্বনিতে এসে স[৪]-এর কথিত রূপ হচ্ছে 'বানপেস, আপুক, তাপানতে, রাপোড় রাদ্পাদ্, পুদআকিল, পচ্, বরপাডাং'। অ[৪]-এর 'পেত্রগোটা, ওনাটা, ঘুটুর্, সাট্, লেবেট্, টক্না, টপরা, টুকুচ্, টুট্রি' শব্দতে অঘোষ মূর্ধন্য ট-ধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য স্পর্শ ত-ব্যঞ্জন ধ্বনিতে এসে স[৪]-এর উচ্চারিত ধ্বনি হয়ে উঠেছে 'পেত্রগোতা, ওনাতা, ঘুতুর, সাত্, লেবেত্, তক্না, তপ্রা, তুকুচ, টুত্ রি'। অ[৪]-এর 'সেতা, তিরে, বতর্, মেনেকতা, তিচ্তিচ্, তিরূপ্, ত্যাবান' প্রভৃতি শব্দেতে অঘোষ ত-ধ্বনি মূর্ধন্য ট-ধ্বনিতে স্বতোমূর্ধন্যীভবনের প্রভাবে স[৪]-এ বলে 'সেটা, টিরে, বটর্, মেনেকটা, তিচ্টিচ্, টিরূপ, ট্যাবান'। অ[৪]-এর শব্দগুচ্ছে 'হাডে, আডি, হেডে, আডু, মোডে, গুড্রি, হাড্গার, হুডৌর' প্রভৃতি শব্দতে ড-ব্যঞ্জনধ্বনি শ্বাসাঘাতের কারণে অঘোষীভবনের ফলে ট-ধ্বনিতে এসে স[৪]-বলে 'হাটে, আটি, হেটে, আটু, নোটে, গুট্রি, হাটগার, হুটোর'। অ[৪]-এর 'টাটি, বাটি, টাটিআ, মিটটাং, টামাক, টিডৌঃ' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ট-ব্যঞ্জনধ্বনি ড-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স[৪]-এ বোলছে 'ডাটি, বাডি, ডাটিআ, মিড্টাং, ডামাক, ডিডৌঃ'। অ[৪]-এর 'তিস, তিনাগ্, খেত্, দাতরোম্, চালাতমে, সাঁওতা, সিতোংসড়তা' শব্দগুচ্ছে আদি, মধ্য ও অন্ত্যে ত-ধ্বনি ঘোষীভবন

প্রক্রিয়ায় দ-ধ্বনি হয়ে যাচ্ছে সহজেই স^{8}-এ আর বোলছে 'দিস, দিনাগ, খেদ, দাদ্‌রোম, চালাদ্‌মে, সাঁওদা, সিদোং, সড়দা'। অ^{8}-এর 'দা, গিদ্‌রে, দাকা, বাদ, মিদ্, আদো, দাল' শব্দগুচ্ছে অঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় স^{8}-এ বলে 'তা, গিতরে, তাকা, বাত্, মিত্, আতো, তাল'। অ^{8}-এর 'লুতুর, গেদরা, নেলক, হিরখা, জুমিদ্, বিন, হিজাক, কুরস, ওতি' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ব্যাপক ও স্বাভাবিক স্বরসঙ্গতি প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছি রাঢ়ীয় উপভাষার ঔপভাষিক মিশ্রণের মধ্য দিয়ে স^{8}-এর মুখের কথা হয়ে যাচ্ছে 'লুতুরা, গ্যাদ্‌রা, ন্যালক্ হির্‌খে, জোমদ্, বিনা, হিজেক্, কোরস্, ওতো'। অ^{8}-এর 'চেচেইচ্, ওডোকোক, কিচ্‌রিচ্‌কো, হোলাত্ তে, টাকাক, কুকলিতে' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে সমাক্ষর লোপ দেখতে পাচ্ছি আর স^{8}-এ 'চেচেই, ওডোকো, কিরিচকো, হোলাতে, টাকা, কুলিতে'। অ^{8}-এর 'লাসের, ইরাল্, তাবান্, টাডি, জানা, লাতার, তোড়ে' প্রভৃতি শব্দতে উচ্চারণের সময় জোর দিতে বর্ণদ্বিত্ব হয়ে পড়েছে স^{8}-এ 'লাস্‌সের, ইর্‌রাল, তাব্‌বান্, টাট্‌ডি, জান্‌নাম্, লাৎতার, তোডডে'। অ^{8}-এর 'বগেনুআ, লজাঅআঃ, হাআত, হহয়, ওনডে, মেন্‌খা, পোন, রাবান্‌দ, জারুর' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে শব্দাদ্য, পদমধ্যস্থ ও পদান্তিকে ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ হয়ে যাচ্ছে স^{8}-এ 'গেনআ, জাতন্‌আঃ, হাআ, হহ, ওডে, মেঘা, পো, রাবান্, জারু'।

গ-বিভাগের চল্লিশ অনূর্ধ্ব বয়সের স্বাক্ষর সচল ও অচল সম্প্রদায়ের বাচকগোষ্ঠী বোঝাচ্ছি। এঁরা এখানকার নূতন প্রজন্মের। সেকারণ এখানকার আবহাওয়া ও ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যেই লালিত। এখানকার কথিত ভাষা এঁদের মুখে মুখে চলে এসেছে এবং খুব সতর্কতার সাথে স্থানীয় কথিত মৌখিক ভাষাকে রপ্ত করে ফেলেছে নিরক্ষর সচল ও অচল বাচকগোষ্ঠী। নিরক্ষর স্বাক্ষর এবং এদের প্রত্যেককে অচল ও সচল ভেদে নির্ণয় করা যায় না। নিরক্ষর অচল ও সচলকে 'অ$^{ে}$' ও 'স$^{ে}$' এবং স্বাক্ষর অচল ও সচলকে 'অ$^{ঁ}$' ও 'স$^{ঁ}$' রূপে ঠিক করলাম। অ$^{ে}$ এবং স$^{ে}$ আর অ$^{ঁ}$ এবং স$^{ঁ}$ ভেদাভেদ নির্ণয় করা খুব কঠিন ব্যাপার। রাঢ়ী উপভাষায় স্বরধ্বনি চাঞ্চল্য এই প্রজন্মের বাচকগোষ্ঠীর মুখে মুখে স্বাভাবিকভাবে চলে এসেছে। স্বর-ব্যঞ্জনধ্বনি, স্বরধ্বনি ও স্বরসঙ্গতির প্রভাবে এই চল্লিশ অনূর্ধ্ব সদস্যরা অনায়াসেই কলকাতা তথা পূর্বরাঢ়ীয় কথিত উপভাষা প্রভাবিত চলিত বাংলার উচ্চারণের ঢঙে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে।

আলোচনার সুবিধার জন্য প্রতি জায়গায় চল্লিশ-এর অনূর্দ্ধদের ষাটজন করে সদস্য নিয়ে তাদের মুখের ভাষা সংগ্রহ করেছি। নিরক্ষর সম্প্রদায়ের বাচকগোষ্ঠীর অচল ও সচলদের অ$^{ে}$ এবং স$^{ে}$ রূপে চিহ্নিত করলাম। আবার স্বাক্ষর সম্প্রদায়ের বাচকগোষ্ঠীর অচল ও সচলদের অ$^{ঁ}$ এবং স$^{ঁ}$ রূপে ভাগ করলাম। এই সব সাঁওতাল উপজাতি সদস্যদের মুখের কথ্যভাষা নিয়ে সমীক্ষায় এগোলাম।

(অ$^{ে}$ ও অ$^{ঁ}$) বাচকগোষ্ঠীর 'মফা, নুকসান, হিসাব, দাম, কাতিক, পুস, ফাগুন, আসিন, আসার, জেট, বইসাক, আমবাস, তারিখ, ঘোন্‌টা, হাপতা, বোছোর, ওআরিস্ গহনা, বাটোন, মজা, টুপরি, ছতার, ছাতোম, ইসোর, টিসান, দাপতোর, গোলা, কাগোজ, লালটেন, কাকা, কাকি, আলু, দাল, চা, রুটি, কাথা' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে অন্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই (স$^{ে}$ ও স$^{ঁ}$) বাচকগোষ্ঠীর মুখের ভাষায় হয়ে গেল 'নাফা, লোকসান, হিসেব, দাম, কার্‌তিক্, পোস, ফাগোন, আস্‌সিন্, আসার, জইসট্, বোইসাক্ আম্‌বস্‌স, তারিক, ঘনটা, আপতা, বছর, ওআরিস, গহনা, বোতাম্, মোজা টুপি, ছাতা, ইস্‌সর, ইসটিসান, দপতর, গুদাম, কাগজ, লন্‌ঠন্, কাকা, কাকি, আলু, ডাল্, চা রোটি, কথা'। (অ$^{ে}$ ও অ$^{ঁ}$) বাচকগোষ্ঠীর মুখে 'মেলা, খেলা, গেলা, একা' সংবৃত এ-স্বরধ্বনি বিবৃত এ্যা-ধ্বনিতে স্বরসঙ্গতি প্রক্রিয়ায় (স$^{ে}$ ও স$^{ঁ}$)-এর মুখে হয়ে যাচ্ছে 'ম্যালা, খ্যালা, গ্যালা, এ্যাকা'। (অ$^{ে}$ ও অ$^{ঁ}$) এর 'গটা, মটা, রগা, দলা, মলা' শব্দগুচ্ছে পদাদি কণ্ঠ্য অ-ধ্বনি ও-ধ্বনিতে স্বরসঙ্গতি প্রভাবে, যা রাঢ়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য (স$^{ে}$ ও স$^{ঁ}$)-তে হ'তে দেখি 'গোটা, মোটা, রোগা, দোলা, মোলা'। (অ$^{ে}$ ও অ$^{ঁ}$)-এর 'কুটে, দুলে, খুলে, সুনে, ছুটে, মুটে' স্বরসঙ্গতি প্রক্রিয়ায় (স$^{ে}$ ও স$^{ঁ}$) এর মুখে হয়ে যাচ্ছে 'কোটে, দোলে, খোলে, সোনে, ছোটে, মোটে'। (অ$^{ে}$ ও অ$^{ঁ}$)-এর 'কালা, ভালা, সালা, মারা' স্বরসঙ্গতি প্রভাবে পদান্ত আ-কণ্ঠ্যস্বরধ্বনি ও-ধ্বনিতে এসে (স$^{ে}$ ও স$^{ঁ}$)-এর মুখে 'কালো, ভালো, সালো, মারো'। (অ$^{ে}$ ও অ$^{ঁ}$)-এর 'মিতথা, কিসসা, হিস্‌সা, দিবকা, সিটটা' শব্দেতে পদান্তিক আ-

ধ্বনিতে স্বরসঙ্গতি প্রভাবে (সঁ ও সঁ)-তে বোলতে শুনেছি 'মিতথে, কিসসে, হিসকে, দিবকে, সিটটে'। (অঁ ও অঁ)-এর 'কহ, বহ, লহ, সহ, রহ, নহ' শব্দতে শব্দাদ্যে স্বাসাঘাতহেতু স্বরসঙ্গতি প্রভাবে উষ্ম হ-ধ্বনির ঘোষবত্তা হারিয়ে (সঁ ও সঁ)-এ বোলছে 'কও, বও, লও, সও, রও, নও'। (অঁ ও অঁ)-এর 'সুনা, দুনা, কুনা, সুতা, মুঠা' শব্দতে শব্দাদ্য উ-ধ্বনি ও-ধ্বনি এবং পদান্তিক আ-ধ্বনি ও-ধ্বনিতে স্বরসঙ্গতি প্রক্রিয়ায় (সঁ ও সঁ)-তে হয়ে যাচ্ছে 'সোনা, দোনা, কোনা, মোঠো'। (অঁ ও অঁ)-এর বাচকগোষ্ঠীর মুখে 'দিলা, সিকা, নিআ, কেমন, জেমন, কেন, সত্ ত, পথ্থি, খুলস, চরস, গিঁজা, চুলা, লুকা, তিনটা, চিমটা, নিলাম, চিনাচর, কলম, বুতাম, অতি, কলি, বসু, গরু, চোরস, গেঁজা, চিমটে, কিলটে, মিছে' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছের ব্যাপক স্বরসঙ্গতি হয়ে যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবে চল্লিশ অনূর্দধ উপজাতি বাচকগোষ্ঠী (সঁ ও সঁ)-এর মুখে 'দিলে, সিকে, নিত্র, ক্যামন, জ্যামন, ক্যানো, সত্ তি, পথ্থি, খোলস, চোরস, গেঁজা, তিনটে, চিমটে, কিলটে, মিছে, চেনাচর, গরোম, কলোম, বুতোম, কোলি, বোসু, ওতি'। (অঁ ও অঁ)-এর 'বাবা, ওলে, ওমি, ছোট, ওলম' শব্দগুলি বর্ণদ্বিত্ব হয়ে যাচ্ছে (সঁ ও সঁ)-এ 'বাব্বা, ওল্লে, ওম্মি, ছোট্ট, ওললম'। (অঁ ও অঁ)-এর 'নই, ইদই, তিরই, মিরউ, বিনদই, জইত, মহক, বই, মই, আলো, নউন, ওওর, বউব, সইচ' শব্দগুচ্ছে অপিনিহিত ই-কার, উ-কার, পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে একপ্রকার আভ্যন্তর সন্ধি করে অভিশ্রুতি হচ্ছে (সঁ ও সঁ)-তে 'নি, ইদি, তিরি, মিরু, বিনদি, জিত, মিক, বি, মিআলা, নুন, তোর, বোব্, মিচ্'। (অঁ অঁ)-এর মুখে 'তোহর, ওহমকে, ওহরন, আজিজল, সারেগম, উচ, কুরি, নাউ, জোগামি, মোজা, মাদোলি, পিনড, নিরাবিলে, চলিল, কুরানি, নিপথিলন, চিরানি, মাদুর, টিপারি, ছিলালি, খুলস, সিলাম, খাইঅ, সুস, পেচা, পেপে, দাত, ইট, বড়দাদা, পাটকাটি, কিসননগর, চল্, দল্, দুসট, লিসট' (সঁ ও সঁ)-এর মুখে হ-ধ্বনি লোপ পাচ্ছে 'তোর, ওমক, ওরন', অন্ত্যস্বরলোপ পাচ্ছে 'আজ, জল, সরগম্', ব্যাপক স্বরসঙ্গতি দেখতে পাচ্ছি 'ওচো, কুরু, নুউ, জুগমি, মুজো, মাদুলি, পিনডি, নিবিবিলি, চললো, কুরুনি, নেপোথিলন, চিরুনি, মাদোর, বাতোম, টিপুবি, ছিনুলি, খোলস, সিলেম্ খাও' শব্দাদ্যে অকারণে আদি স্বরধ্বনি সানুনাসিক হচ্ছে 'সুঁস, পেঁচাম পেঁপে, দাঁত, ইঁট' যা রাঢ়ীয় প্রভাব, আবার সমযুগ্ম ব্যঞ্জনের একটি লোপ পেয়ে সমাক্ষর লোপ হতে দেখি 'বরদা, পাকাটি, কিসনগর' অকারণে স্বরসঙ্গতি হয়ে গেল 'চলা, দলা, দুসটু, লিসটি'। (অঁ ও অঁ) এর মুখের ভাষায় 'আঁট, টাঁআ' শব্দ দুটি (সঁ ও সঁ)-দের ধ্বনি হ'ল 'আট, টাআ'। কিন্তু 'টাআ, আট' স্বতোনাসিক্যীভবনের ফলে 'ট' ও 'আ' এতে 'ঁ' ব্যবহার করে, মুন্ডা ও ওরাঁও আদিবাসি জনজাতিদের 'ঁ' বাদ দেওয়ার যে প্রবণতা আছে বাইরের পরিবেশে মিশ্রণের ফলে স্বভাবতই সেই প্রবণতা প্রভাব পড়ায় ক্রমে 'ঁ' লোপ পেয়েছে। আবার 'হেইটান, হেইটন' শব্দদুটি (অঁ ও অঁ)-দের মুখে এখানে তালব্য ই-ধ্বনি কণ্ঠতালব্য এ-ধ্বনিকে ঠেলে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে বর্গীয় পঞ্চম ধ্বনির 'ন'-এর প্রভাবে স্বতোনাসিক্যীভবন প্রক্রিয়ায় হয়ে যাচ্ছে (সঁ ও সঁ) তে 'হিঁটান, হিঁটন'। (অঁ ও অঁ)-এর 'বাদর, হাস, অদ্দুর, হেইতার, হুইতার' শব্দগুচ্ছের কথিত ধ্বনি হয়ে যাচ্ছে (সঁ ও সঁ)-এতে প্রথম শব্দদুটি আনুনাসিক স্বতোনাসিক্যীভবনের ফলে হচ্ছে 'বাঁদোর, হাঁস', সন্নিকৃষ্ট সমযুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির একটি পরিবর্তিত হতে শুনেছি 'অতদুর', সমাক্ষর লোপের কারণে এভাবে শুনছি। ই-তালব্যধ্বনি লোপ পাচ্ছে 'হেতার, হুতার' শব্দদুটিতে। (অঁ ও অঁ)-এ 'এমই, এমন, এমঅ, এমঅল' শব্দতে 'এমহ'তে শ্বাসাঘাত দিচ্ছে 'ম'-এ কিন্তু (সঁ ও সঁ)-এ কোন শ্বাসাঘাত নেই। আবার, 'এমন, এমঅ, এমঅল' শব্দগুলির উচ্চারণটি অপরিবর্তিত রয়েছে। (অঁ ও অঁ)-এর 'লমবা, খমবা, জিনারি, মিনাতি, একেবারে' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে (সঁ ও সঁ) বুলি হল আদ্যকণ্ঠ্য অ-ধ্বনি দীর্ঘ করে বলছে 'লামবা, খামবা', আবার উ-ওষ্ঠ স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে শুধু শুধু আনুনাসিক করে বলছে, 'জিনুরি, মিনুতি', সমীভবনের ফলে অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ, দন্ত্য অন্তঃস্ব ব-ব্যঞ্জনধ্বনি হচ্ছে অঘোষ কণ্ঠ্য স্পর্শ ক-ধ্বনি এবং পুনরায় স্বরসঙ্গতির ফলে র-ধ্বনির পূর্বে যুক্ত এ-কারের প্রভাব ক-ধ্বনির পূর্বেও এ-ধ্বনি হয়েছে 'কেরে'।

তথ্যসূত্র:

ক্রমিক	নাম	লিঙ্গ	বয়স	পেশা	ঠিকানা	তথ্য সংগ্রহের

নং						তারিখ
১	কিসকু মেঘারায়	স্ত্রী	৪০	শ্রমিক	কল্যাণী, নদীয়া	০৮-০২-২০১৭
২	টপেয়ার পুঁয়ার	পুঃ	৫১	শ্রমিক	কল্যাণী, নদীয়া	০৮-০২-২০১৭
৩	টুডু জিসান	পুঃ	৩০	চাকিরী	জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ	১৫-০২-২০১৭
৪	টুডু পূর্ণিমা	স্ত্রীঃ	৩৬	গৃহবধু	জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ	১৫-০২-২০১৭
৫	টুডু বাহা	স্ত্রীঃ	৪২	গৃহবধু	জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ	১৫-০২-২০১৭
৬	টুডু সুকুমারী	স্ত্রীঃ	৪৮	গৃহবধু	জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ	১৫-০২-২০১৭
৭	টুডু সোনারাম	পুঃ	৬১	অ.প্র.ব্যাক ম্যানেজর	জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ	১৫-০২-২০১৭
৮	টুডু সুনিতী	স্ত্রীঃ	৫৫	গৃহবধু	জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ	১৫-০২-২০১৭
৯	মারডি চুড়িয়া	স্ত্রীঃ	৬০	গৃহবধু	কৃষ্ণনগর নদীয়া	২৫-০২-২০১৭
১০	মারডি সাড়	পুঃ	৭৫	শ্রমিক	কৃষ্ণনগর নদীয়া	২৫-০২-২০১৭
১১	বাস্কে তেনপার	পুঃ	৫৫	শ্রমিক	কৃষ্ণনগর নদীয়া	২৫-০২-২০১৭
১২	বাস্কে দাংগী	স্ত্রীঃ	৬৫	গৃহবধু	কৃষ্ণনগর নদীয়া	২৫-০২-২০১৭
১৩	বাস্কে পনিমণি	স্ত্রীঃ	৪৪	গৃহবধু	বাতকুল্লা, নদীয়া	২৮-০২-২০১৭
১৪	বেসরা ডোমান	পুঃ	৩৬	শ্রমিক	বাতকুল্লা, নদীয়া	২৮-০২-২০১৭
১৫	বেসরা মাতোডিহ	স্ত্রীঃ	৪৫	শিক্ষিকা	বাতকুল্লা, নদীয়া	২৮-০২-২০১৭
১৬	বেসরা রুপাই	স্ত্রীঃ	৪২	শিক্ষিকা	বাতকুল্লা, নদীয়া	২৮-০২-২০১৭
১৭	সোরেন খুড়ি	স্ত্রীঃ	৩৫	চাকরি	বাতকুল্লা, নদীয়া	২৮-০২-২০১৭
১৮	সোরেন গুরভা	পুঃ	৪৪	দারওয়ান	তাহেরপুর, নদীয়া	০৩-০৩-২০১৭
১৯	সোরেন ভদ্র	পুঃ	৫২	শিক্ষক	তাহেরপুর, নদীয়া	০৩-০৩-২০১৭
২০	হাসদা হপন	পুঃ	৩৮	চাকরি	পায়েরাডাঙ্গা, নদীয়া	০৬-০৩-২০১৮
২১	হেমব্রম গুমি	পুঃ	৫৭	শিক্ষক	চাকদহ, নদীয়া	০৮-০৩-২০১৭
২২	হেমব্রম সালভে	পুঃ	৪৬	শিক্ষক	চাকদহ, নদীয়া	০৮-০৩-২০১৭

- বাংলাভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ/ নির্মলকুমার দাশ/ র, ভা, বিশ্ব-১৯৮৮
- ভাষার মূল্যায়ন/ পূণ্যশ্লোক রায়/ কলকাতা-১৯৮৩
- ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব/ মু. আব্দুল হাই/ বা. একা. ঢাকা-১৯৬৪
- ভাষার ইতিবৃত্ত/ সুকুমার সেন/ কলকাতা-১৩৫৩
- ভাষা ও সমাজ/ মৃণাল নাথ/ কলকাতা
- সাঁওতাল ভাষার সঙ্গে বাঙলার ঘনিষ্ঠতা/ ক্ষুদিরাম দাস/ প. বা. আকা.
- উপজাতির কথা/ প্রবোধকুমার সরকার/ কলকাতা
- ভাষা বিদ্যা পরিচয়/ পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য/ কলকাতা-১৯৮৪
- ভাষার ইরিহাস/ মুরারীমোহন সেন/ কলকাতা-১৯৬১
- উপভাষা তত্ত্ব/ রফিকুল ইসলাম/ ঢাকা-১৯৭০
- বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস/ কৃষ্ণপদ গোস্বামী/ কল-১৯৬৬
- ভাষাতত্ত্বে অনুশীলন/ মণিরুজ্জামান/ বা. একা., ঢাকা-১৯০৫
- রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি/ মানিকলাল সিংহ/ কলকাতা

- Linguistic in India/ Suniti Kr. Chattopadhaya/ Cal-1928
- A Comparative Grammar of Middle Indo Aryan/ Sukumar Sen/ 1929
- The SANTAL/C. Mukherjee/ 1962
- To be with SANTALS/A. K. Das & Others/ Cal-1982
- Handbook on SC & ST of W.B./ A.K. Das & Others/ Cal
- Census of India 1971/ J.C. Catford/ Series 22 W.B.
- Census of India 1981/ J.C. Catford/ Series 23 W.B.
- Dist. Census Handbook, Nadia, Murshidabad & 24 Pgs. (N&S)-1971, 1981, 2001